BRITISH COUNCIL

Research

কেন্দ্রবিন্দুতে নারী: ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লিঙ্গ সচেতনতা

January 2024

www.britishcouncil.org/
research-policy-insight

সূচি তালিকা

প্রস্তাবনা 04
স্বীকৃতি 05
কার্যবাহী সারাংশ এবং সুপারিশ 06
ভূমিকা 10
ভারতে লিঙ্গ, শিল্প ও সংস্কৃতি 13
প্রবণতার বিশ্লেষণ 36
স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ 39
সুপারিশ 47
উপসংহার 50
তথ্যসূত্র 52

প্রস্তাবনা

লিঙ্গ সমতা এবং মহিলা ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন সুস্থায়ী উন্নয়নের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যুক্তরাজ্যের সাংস্কৃতিক সংস্থা ব্রিটিশ কাউন্সিল নিজেদের কর্মসূচির মাধ্যমে লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি, লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন সার্বিক, মুক্ত এবং সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের G20 নেতৃত্বের নির্দেশনায় প্রস্তুত 'G20 কালচার: শেপিং দ্য গ্লোবাল ন্যারেটিভ ফর ইনক্লুসিভ গ্রোথ' রিপোর্টে একটি জাতির প্রগতির ক্ষেত্রে সংস্কৃতির মৌলিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের G20 শেরপা অমিতাভ কান্ত তাঁর প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেছেন যে, 'ভারতের G20 অধ্যক্ষতার মূলে রয়েছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম-এর গভীর প্রাচীন দর্শন, যা ভারতের দীর্ঘদিনের সমন্বয়, সুস্থিরতা, এবং আন্তঃসংযোগের ফসল।' এই রিপোর্টে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জীবিকা এবং সুস্থায়িত্বের সঙ্গে লিঙ্গ সমতার প্রত্যক্ষ সংযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কাউন্সিলের কাজের সঙ্গে তার গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। এখানে আমরা শিল্প ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সৃষ্টিশীল ও সহযোগিতামূলক বিশ্ব সম্প্রদায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও উপলব্ধির নতুন পথ খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। এটা উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তি এবং উদ্যোগকে অনুপ্রাণিত করবে।

ভারতে ব্রিটিশ কাউন্সিল পরিচালনার প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ বৈষম্যকে ভালো করে বুঝতে এই লিঙ্গ বিশ্লেষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। আমাদের কর্মসূচিগুলিকে আরও বেশি লিঙ্গ সংবেদনশীল করে তোলাই ছিল এর লক্ষ্য। এই গবেষণায় সাংস্কৃতিক পক্ষপাত, সামাজিক নীতি–নিয়ম, লিঙ্গ কুসংস্কার এবং সৃষ্টিশীল বৃত্তিতে মহিলাদের যাত্রায় প্রভাব বিস্তার করার পরিকাঠামোগত বাধাগুলি কি তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে যুক্ত ক্ষেত্রগুলিকে এই অনুসন্ধানের আওতায় এনে মহিলাদের কর্ম পরিস্থিতি, ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা এবং লিঙ্গভিত্তিক বেতন ব্যবধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিরও পর্যালোচনা করা হয়েছিল। এছাড়াও এটা সম্ভাব্য সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব উন্মুক্ত করার দিকে লক্ষ্য রেখে লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক স্টেকহোল্ডারের কর্মসূচি, প্রকল্প, এবং অনুশীলনগুলির পর্যালোচনা করেছে।

এই প্রতিফলনগুলি আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতির কর্মসূচিগুলি লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করার পক্ষে খুব উপযোগী ছিল। যদিও আমরা উপলব্ধি করেছি যে এই পর্যবেক্ষণগুলি ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা জরুরি। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে থাকা বিষয়গুলির সীমিত গবেষণা, জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে। আমাদের অংশীদাররাও এর সঙ্গে একমত হয়েছিলেন।

আমার আশা, এই চর্চা, পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ ভারতের শিল্প ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার ওপরে বিশদ আলোচনা এবং আরও কর্মসূচি শুরু করার জন্য একটা সূত্র হিসেবে কাজ করবে।

অ্যালিসন ব্যারেট এমবিই
ডিরেক্টর, ব্রিটিশ কাউন্সিল ইন্ডিয়া

স্বীকৃতি

এই রিপোর্টের বিভিন্ন অংশের তুলনামূলক পর্যালোচনা করার জন্য যাঁরা নিজেদের সময় ও দক্ষতা দিয়েছেন তাদের আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের মূল্যবান মতামত এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্য বিষয়বস্তুর মান এবং গভীরতা যথেষ্ট বাড়িয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

অনন্যা ভট্টাচার্য
ডিরেক্টর
বাংলানাটক ডট কম

প্রিয়া কৃষ্ণমূর্তি
প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও
200millionartisans.org

অমিত প্যাটেল
সিনিয়র ডিরেক্টর
বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিজেনারেটে,
ইন্ডাস্ট্রি ফাউন্ডেশন

সুচি কাপুর
সহ প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর চেন্নাই ফটো
বিয়েনাল ফাউন্ডেশন ও সিপিবি লার্নিং ল্যাব

অর্চনা প্রসাদ
প্রতিষ্ঠাতা
Gooey.AI | BeFantastic.in | Dara.network | Jaaga.in

তেজস্বী জৈন
প্রতিষ্ঠাতা
ডিরেক্টর রিরীতি ফাউন্ডেশন

সালোনি মিত্তাল
ম্যানেজিং এডিটর,
পেঙ্গুইন র‍্যানডম হাউস ইন্ডিয়া

শুচিস্মিতা উকিল
এডিটর
ট্রাস্টেড মিডিয়া ব্র্যান্ডস

লেখক

দীপা সুন্দর রাজন
সিনিয়র কনসালট্যান্ট
জেন্ডার ও ইনক্লুশন, ব্রিটিশ কাউন্সিল

পারমিতা চৌধুরী
হেড অব আর্টস, ক্রিয়েটিভ ইকোনমি
ব্রিটিশ কাউন্সিল, ইন্ডিয়া

উপদেশ

ডেলফিন পাউলিক
ডেপুটি ডিরেক্টর আর্টস
ব্রিটিশ কাউন্সিল, ইন্ডিয়া

কার্যবাহী সারাংশ এবং সুপারিশ

সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সংস্থা হিসেবে ব্রিটিশ কাউন্সিলের কাজের মূলে রয়েছে লিঙ্গ সমতা। শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের কাজের লক্ষ্য হল পরবর্তী প্রজন্মের মহিলা নেত্রীদের জন্য দক্ষতা ও নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্তর্ভুক্তি নীতি প্রস্তুত করতে সক্ষম করা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মহিলা শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রোফাইল উন্নত করা, লিঙ্গ কুসংস্কারের মোকাবিলা করা, মহিলা নেতৃত্বাধীন সৃষ্টিশীল উদ্যোগগুলিকে উৎসাহিত করা এবং তাঁদের সাফল্যের পথে বাধা দূর করা।

এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার গতিশীলতার বিষয়ে ভালো বোঝাপড়া খুব গুরুত্বপূর্ণ, যা লিঙ্গ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। আমরা 'লিঙ্গ' শব্দটির সম্প্রসারণ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি স্বীকার করলেও এই রিপোর্টে মূলত মহিলা ও মেয়েদের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য কীভাবে প্রতিফলিত, শক্তিশালী ও প্রত্যাখানের সম্মুখীন হয়, সেই বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই রিপোর্টে। এখানে প্রাসঙ্গিক নীতি, পরিসংখ্যানমূলক তথ্য, উপলব্ধ গবেষণা এবং শিল্প ও সংস্কৃতিতে লিঙ্গ বৈষম্যের পরিসর ও পরিণতির ওপরে অন্তর্দৃষ্টি পরীক্ষা করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল লিঙ্গ সমতার তথ্যের ভিত শক্তিশালী করা। এখানে উপস্থাপন করা অন্তর্দৃষ্টি ও প্রমাণগুলি নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে জড়িত করতে, ক্ষেত্রটিতে লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তি নীতি নির্ধারণকে বোঝাতে এবং সম্ভব হলে প্রভাবিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি লিঙ্গ সংবেদনশীল/পরিবর্তনকারী কর্মসূচির বিন্যাসেও অবদান রাখতে পারে।

এই চর্চাটি বহুলাংশে গৌণ গবেষণা এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের নির্বাচিত সংখ্যক অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এর আওতায় এসেছে শিল্পকর্ম, সুস্থায়ী ফ্যাশন, সাহিত্য, সঙ্গীত, সংগ্রাহলয়, অন্তর্ভুক্ত শহর, সংস্কৃতি, শিল্প ও প্রযুক্তি, উৎসব এবং দ্বিবার্ষিকী ইত্যাদি। এর পাশাপাশি এটা ভারতে ব্রিটিশ কাউন্সিল দ্বারা নিয়োজিত স্টেকহোল্ডারদের একটি সূচক তালিকার লিঙ্গ সমতার আদেশগুলির প্রতিও দৃষ্টিপাত করেছে।

চর্চিত ক্ষেত্রগুলির ওপর ভিত্তি করে, ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মহিলারা যে সমস্ত মূল প্রত্যাখানের সম্মুখীন হন:

নিম্নস্তরে অতিরিক্ত উপস্থাপনা

তবে চর্চাটিতে সমগ্র ক্ষেত্রটির কোন সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়নি, কয়েকটি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মহিলাদের অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব দেখা গেছে, বিশেষত নিম্নস্তরে।

আর্থিক প্রত্যাখান

আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে সীমিত সচেতনতা ও সুবিধা মহিলা উদ্যোগীদের বিশেষত MSME ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

দুর্বল কাজ

মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রায়ই স্বাধীনভাবে কাজ, আংশিক সময়, প্রকল্পভিত্তিক, চুক্তিভিত্তিক, অথবা অসুরক্ষিত কাজে সীমাবদ্ধ থাকে।

ডিজিটাল বিভাজন

গ্রাম-শহরের বিভাজন, দারিদ্র্য, পিতৃতন্ত্র, এবং সাংস্কৃতিক নীতিনিয়মগুলি মহিলাদের ডিজিটাল প্রযুক্তি অর্জন ও সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

বেতনে লিঙ্গের ব্যবধান

বেতনে লিঙ্গের ব্যবধান একটি স্থায়ী সমস্যা, যেখানে মহিলাদের কাজের মূল্য প্রায়শই কম দেওয়া হয়।

লিঙ্গভিত্তিক হিংসা

বিভিন্ন সৃজনশীল ক্ষেত্রে দেখা যায় যৌন হয়রানি এবং নারী-পুরুষ ভেদের মতো লিঙ্গভিত্তিক হিংসা।

লিঙ্গ বৈষম্য

লিঙ্গ বৈষম্য কেরিয়ারের অগ্রগতিতে সুযোগের বাধা সৃষ্টি করে।

প্রকাশ্য স্থানে নিরাপদ প্রবেশ

সুরক্ষার চিন্তা এমনকি প্রকাশ্য জায়গাতেও মহিলাদের যাতায়াতের ওপর ছাপ ফেলে। এটা তাঁদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ এবং উপকৃত হওয়ার ক্ষমতা সীমিত করে।

নেতৃত্বের ব্যবধান

নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের ধারাবাহিক অভাব দেখা গেছে।

নীতি রূপায়ণে ব্যবধান

শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতি নীতিগত প্রতিশ্রুতি ও প্রকৃত কর্ম পরিস্থিতির মধ্যে ফারাক রয়েছে।

সুপারিশ

1 ক্ষেত্রভিত্তিক লিঙ্গ সমস্যা সংক্রান্ত প্রমাণের ভিত্তি শক্তিশালী করা

- ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমস্যার গবেষণায় বিনিয়োগ করা, মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব, অবদান এবং নেতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা।
- বিশেষত তৃণমূল স্তরে সম্মেলন, আলোচনাচক্র, এবং স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শের মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছোনো যায় এমন জ্ঞান বিনিময়ের সুবিধা প্রদান করা।
- কর্মসূচির হস্তক্ষেপের জন্য নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় লিঙ্গকে গুরুত্ব দেওয়া।

2 মহিলা শিল্পী ও সৃজনশীল পেশাদারদের জন্য সুযোগ তৈরি করা

- শিল্প সংস্থা ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, বিনিময় কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব, এবং পরামর্শমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে মহিলা শিল্পীদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রসার করা।
- শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভাবনার বিনিময়, সহযোগিতা, এবং দৃশ্যমানতা বৃদ্ধির জন্য মহিলা শিল্পীদের নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম স্থাপন।

3 লিঙ্গ সমতার জন্য বহু-অংশীদারের সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্ব স্থাপন

- ভারতের আগামী সংস্কৃতি নীতিতে লিঙ্গ সমতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।
- লিঙ্গ বিবেচনাকে বর্তমান নীতির সঙ্গে মেলানোর জন্য সরকারি মন্ত্রকগুলির সঙ্গে জড়িত হওয়া ও সৃজনশীল ক্ষেত্রে মহিলাদের উদ্যোগগুলিকে প্রসারিত করা এবং ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে লিঙ্গ সমতার পদক্ষেপ ও লিঙ্গ ভিত্তিক কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিল্প সংস্থা ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের মধ্যে অংশীদারি গড়ে তোলা।

01
ভূমিকা

ব্রিটিশ কাউন্সিল সর্বাঙ্গীন, উন্মুক্ত এবং সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা এবং মহিলা ক্ষমতায়নের তাৎপর্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। সমতা একটি মৌলিক মানবাধিকার।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতাকে প্রসারিত করার এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে, যা সুস্থায়ী উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করতে পারে।

ব্রিটিশ কাউন্সলের বিশ্বব্যাপী কাজকর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে:

- সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ও সৃষ্টিশীল উদ্যোগে পরবর্তী প্রজন্মের মহিলা নেত্রীদের মধ্যে দক্ষতা ও নেটওয়ার্ক উন্নত করা।
- লিঙ্গ ব্যবধান দূর করতে পারে এমন অন্তর্ভুক্তি নীতি ও অনুশীলন পদ্ধতি বিকাশ ও রূপায়ণ করতে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও মধ্যস্থতাকারীদের সাহায্য করা।
- আন্তর্জাতিক স্তরে মহিলা শিল্পী ও সাংস্কৃতিক পেশাদারদের দৃশ্যমানতা, স্বীকৃতি ও প্রভাব উন্নত করা।
- শিল্প ও সৃষ্টিশীল উদ্যোগের মাধ্যমে ধারণা ও লিঙ্গভিত্তিক কুসংস্কারগুলি খোঁজা এবং তা প্রতিরোধ করতে আহ্বান জানানো।
- মহিলা নেতৃত্বাধীন সৃষ্টিশীল উদ্যোগের সংখ্যা ও আকার বাড়ানো এবং তাদের যে কোনও লিঙ্গ সম্পর্কিত বাধার সমাধান করা।

ভারতে ব্রিটিশ কাউন্সিলের শিল্প ও সংস্কৃতি কর্মসূচিগুলি 'পরম্পরাগত' শিল্প ক্ষেত্রগুলি প্রসারিত করে, তৈরি করে এগুলি ব্যাখ্যার নতুন কণ্ঠস্বর। এতে অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুলভ শিল্পের পরিবেশ গড়ে তুলতে সৃষ্টিশীল উদ্যোগীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে শিল্প শ্রোতাদের বৈচিত্র্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শ্রোতাদের বৈচিত্র্যকরণ এবং শিল্পীদের সমর্থন করা আমাদের কর্মসূচির একটি মূল দিক।

উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য

লিঙ্গ বিশ্লেষণ হলো এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে ক্ষমতার গতিশীলতা, তাঁদের সম্পদ, কার্যকলাপ ও বাধাগুলির উপলব্ধিকে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের মধ্যে প্রশ্ন ও বিশ্লেষণ করা হয়।[1]

শিল্প ও সৃষ্টিশীল উদ্যোগগুলি বিষয়টি সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা প্রদান ও সম্যক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা মোকাবিলা করার সুযোগ উপস্থাপন করে, সুস্থায়ী উন্নয়নে এর একটা অবদান রয়েছে। তাদের দক্ষতা, পরিকাঠামো, লিঙ্গ সংবেদনশীল অথবা পরিবর্তনশীল শিল্প কর্মসূচি এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মতো উত্তরাধিকারগুলি রেখে যাওয়ার ক্ষমতা আছে, এটা লিঙ্গ সমতার উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যদিও UNESCO-র একটি রিপোর্ট অনুযায়ী[2], শিল্প ও সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা সংক্রান্ত বিস্তৃত তথ্য ও প্রমাণের উপলব্ধতার ব্যবধান রয়েছে। এর ফলে নীতিকে অবগত ও প্রভাবিত করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি লিঙ্গ-সংবেদনশীল কর্মসূচি রূপায়ন ও অর্পণে বাধা সৃষ্টি হয়।

এই লিঙ্গ বিশ্লেষণ রিপোর্টের লক্ষ্য হলো ভারতের কলা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের মূল লিঙ্গ-সম্পর্কিত ধারণাগুলির একটা আভাস প্রদান করা। ব্রিটিশ কাউন্সিলের লক্ষ্য:

- ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার তথ্যের ভিত শক্তিশালী করতে অবদান রাখা
- নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে জড়িত হওয়ার জন্য, লিঙ্গ-অন্তর্ভুক্তি নীতি নির্ধারণকে অবগত ও প্রভাবিত করতে অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রমাণ ব্যবহার করা
- ভারতে আমাদের নিজস্ব শিল্প ও সংস্কৃতির কর্মসূচি ডিজাইন ও ডেলিভারির মূলস্রোতে লিঙ্গের ভূমিকা নির্ণয় করা

[1]British Council, "Guide to addressing gender equality (2018) https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/gender_guide_external_july_2019.pdf

[2]Bridget Conor, "Gender & Creativity, Progress on the Precipice" UNESCO 2005 Convention Global Report Series. Special Edition 2021. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375706 accessed 13 September 2023

কার্যপদ্ধতি

এই অধ্যয়নটি মূলত গৌণ গবেষণার ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে যেখানে সাধারণভাবে পাওয়া যায় এমন বইপত্র, রিপোর্ট ও ধূসর সাহিত্যের পাশাপাশি ব্রিটিশ কাউন্সিলের নিজস্ব গবেষণাও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এর জন্য প্রাসঙ্গিক সরকারি নীতি ও কর্মসূচির লক্ষ্যভিত্তিক অন্বেষণ করা হয়েছে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে জড়িত নির্বাচিত স্টেকহোল্ডারদের শিল্প ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত তথ্যও লিঙ্গ দৃষ্টিকোণ থেকে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লিঙ্গের উপরে কাজ করা বাইরের বিশেষজ্ঞ ও অনুশীলনকারী একটি দলের সঙ্গেও ব্রিটিশ কাউন্সিল বিস্তারিত আলোচনা করেছে। তাঁদের মতামতও এই অধ্যয়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অধ্যয়নের সীমাবদ্ধতা

- ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লিঙ্গের যে বিষয়গুলি বিস্তৃত এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল যে সমস্ত বিষয়ে সক্রিয় ও বিশেষজ্ঞ শুধুমাত্র সেই সমস্ত বিষয়ের ওপরেই এই বিশ্লেষণে আলোকপাত করা হয়েছে।
- আমরা সাধারণভাবে যে সমস্ত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণ পেয়েছি তার উপরে ভিত্তি করেই গৌণ গবেষণাটি করা হয়েছে। অধ্যয়নটি দেখিয়েছে যে সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রে সীমিত গবেষণা, তথ্য এবং প্রমাণের অসম্পূর্ণতার জন্য তথ্যগত ব্যবধান থেকে গেছে, আমরা স্বীকার করি যে অন্তর্দৃষ্টি গভীর হলে আরও তথ্য পাওয়া যেত। তা না থাকায় আমরা হয়তো এখনও সেগুলি পাইনি।
- যে সমস্ত মুখ্য স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে ব্রিটিশ কাউন্সিল নিয়মিতভাবে জড়িত, শুধুমাত্র তাদের পর্যবেক্ষণই এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা স্বীকার করি যে লিঙ্গ সমতার ওপরে কাজ করার ক্ষেত্রে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারও থাকতে পারে, যাদের হয়তো এই অধ্যয়নে জায়গা হয়নি।

02
ভারতে লিঙ্গ, শিল্প ও সংস্কৃতি

UNESCO-র মতে, "সাংস্কৃতিক প্রকাশের প্রকৃত বৈচিত্র্য এবং শৈল্পিক কাজ ও সাংস্কৃতিক নিয়োগে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য লিঙ্গ সমতা মৌলিক বিষয়।"[3] 2021 সালে UNESCO-র একটি চর্চায় 72টি দেশের ইউনেস্কো ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যাটিস্টিক্স (UIS)–এর তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল উদ্যোগে শ্রমিকদের প্রায় 47 শতাংশই মহিলা।[4]

এই উল্লেখযোগ্য উপস্থিতির পরেও মহিলারা কাজের অসমান সুবিধা, ন্যায্য বেতন, এবং নেতৃত্বের ভূমিকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রত্যাখানের সম্মুখীন হচ্ছেন। এই বৈষম্য COVID–19 মহামারীর পর আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। তবে, সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল উদ্যোগে লিঙ্গ বৈষম্যের ওপর নজরদারির পরিসংখ্যানগত অভাবের জন্য, মহিলাদের ওপর মহামারীর প্রভাব বিস্তারের প্রকৃত পরিসর নির্ধারণ করাটা কঠিন। কিছু গবেষণায় বেতনহীন পরিচর্যার কাজ, লিঙ্গভিত্তিক হিংসা, এবং ডিজিটাল লিঙ্গ বিভাজনের চোখে পড়ার মত বৃদ্ধি দেখা গেছে, যার ফলে সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল কর্মশক্তি থেকে মহিলাদের বাদ পড়ার সংখ্যা বেড়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়া অর্থনীতির দেশ ভারত এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী, যা তার কৃষ্টি শক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 2019-20 সালে এর সৃষ্টিশীল অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মূল্য ছিল 50,000 কোটি (US $6.14 বিলিয়ন) টাকা। অন্য যে কোনো পেশাদার ক্ষেত্রের তুলনায় এই ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব অনেক বেশি।[5] গবেষণায় দেখা গেছে যে ভারতে সৃজনশীল নিয়োগে মহিলার সংখ্যা (27.89 শতাংশ) অসৃজনশীল নিয়োগকে (24.33 শতাংশ) অতিক্রম করেছে। এছাড়া এটি ভারতের সামগ্রিক নিয়োগকেও (24.62 শতাংশ) ছাপিয়ে গেছে। যার অর্থ হল, মোট 11.08 মিলিয়ন মহিলা সৃজনশীল শ্রমিক।[6] সৃজনশীল ও অসৃজনশীল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মজুরির ব্যবধান থাকলেও পরবর্তীতে তা সৃষ্টিশীল ভূমিকায় লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তির বিশাল সম্ভাবনাকেই বোঝায়।

ভারতীয় অর্থনীতিতে সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রের তাৎপর্য, এই বৃত্তিগুলিতে মহিলাদের উপস্থিতি, এবং অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভারতের সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রের লিঙ্গ সংক্রান্ত গৌণ তথ্যগুলি যাচাই করা হয়েছে। এটি বিশেষত 2023 সালে ভারতে অনুষ্ঠিত G20 অধ্যক্ষতার প্রেক্ষাপটে প্রকাশ্যে উপলব্ধ গবেষণা ও তথ্যের মূল্যায়ন করে তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির সমসাময়িক, প্রসঙ্গভিত্তিক এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে।

এই খণ্ডটিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে:

[3] UNESCO, March 8, 2021. https://www.unesco.org/en/articles/new-unesco-publication-investigates-state-gender-equality-cultural-and-creative-sectors#:~:text=The%20report%20also%20highlights%20innovative,artistic%20work%20and%20cultural%20employment., Accessed on 14, July 2023

[4] Connor, "Gender & Creativity", 14

[5] G20 Culture Working Group Background Paper: Promotion of Cultural and Creative Industries and Creative Economy. UNESCO, 2023. https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2023/04/India%20CWG%20Background%20Paper%20Priority%203.pdf. Accessed on 14 July 2023

[6] Prateek Kukreja, Havishaye Puri, and Dil Bahadur Rahut. Working paper. Creative India: Tapping the Full Potential. Asian Development Bank Institute, December 2022. https://doi.org/10.56506/KCBI3886. Accessed on 14 July 2023

শিল্পকলা ও সুস্থায়ী ফ্যাশন

ইনভেস্ট ইন্ডিয়ার তথ্য মতে, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থান হয় বস্ত্র ও পোশাক ক্ষেত্রে, যা 45 মিলিয়ন মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ করে এবং সহযোগী শিল্পগুলিতে 100 মিলিয়ন মানুষকে সহায়তা দেয়। ভারত বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক তুলো উৎপাদনকারী দেশ। তুলো, পাট, রেশমের মতো প্রাকৃতিক ফাইবারের প্রথমসারির সরবরাহকারী। বিশ্বব্যাপী সমস্ত হাতে বোনা কাপড়ের 95 শতাংশেই অবদান রয়েছে ভারতের। তুলো উৎপাদন 5.8 মিলিয়ন কৃষক এবং সহযোগী ক্ষেত্রের 40-50 মিলিয়ন মানুষকে সহায়তা করে।[7]

বস্ত্র মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ভারত বিশ্বের মধ্যে মানব-সৃষ্ট ফাইবারযুক্ত বস্ত্রশিল্পের রপ্তানিতে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। ভারতীয় বস্ত্রশিল্প খণ্ডে চারটি সেগমেন্ট রয়েছে (1) আধুনিক বস্ত্রশিল্প মিল (2) স্বতন্ত্র শক্তি তাঁতশাল (3) হস্তশিল্প, এবং (4) পোশাকআশাক।[8] এই বিভাগে ভারতের হস্ততাঁত ও বস্ত্র ক্ষেত্রে লিঙ্গ সংক্রান্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করা হয়েছে, যেখানে দুটি ক্ষেত্রেই মহিলা শ্রমিকের অংশগ্রহণ বেশি। এছাড়াও এখানে হস্তনির্মিত ও কারুশিল্প-ভিত্তিক MSME (HCM)-এ মহিলাদের উদ্যোগীকরণের ওপরেও সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

হস্ততাঁত ক্ষেত্র

চতুর্থ সর্বভারতীয় হস্ততাঁত জনগণনা (2019-20) অনুযায়ী, ভারতের 3.15 মিলিয়ন পরিবার হস্ততাঁতের কাজে (বয়ন ও সংশ্লিষ্ট কাজ) জড়িত। এর মধ্যে 88.7 শতাংশ পরিবার গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা। 72 শতাংশ হস্ততাঁত শ্রমিক মহিলা। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য যে প্রায় 25 শতাংশ তাঁতির আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব রয়েছে, অন্যদিকে 14 শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া সম্পূর্ণ করেনি। পুরুষ তাঁতি সাধারণত পুরো সময়ের স্থায়ী শ্রমিক। অন্যদিকে মহিলা তাঁতি, বিশেষত গ্রামের, আংশিক সময়ের শ্রমিক। মহিলা সহায়ক শ্রমিকের সংখ্যা পুরুষ তাঁতির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। প্রায় এক তৃতীয়াংশ মহিলা সহায়ক শ্রমিক প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণ করেনি বা কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেনি।

তথ্য অনুযায়ী বছরে বয়ন শিল্পের গড়ে 208 দিন কাজ হয়। বছরে যাদের কম করেও 180 দিন লাভজনক কর্মসংস্থান হয় তাঁদের ভারতের জনগণনায় মূল শ্রমিকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। হস্ততাঁত ক্ষেত্রের যে সমস্ত ব্যক্তি বছরে 208 দিন কাজ করেন তাঁরা মূল শ্রমিকের যোগ্যতা অর্জন করেন। কিন্তু লিঙ্গ ও স্থান অনুযায়ী বিশদভাবে বিভাজন করলে দেখা যায় যে 75.6 শতাংশ পুরুষ শ্রমিক সব সময়ের জন্য কাজে নিয়োজিত থাকেন। অন্যদিকে আংশিক সময়ের জন্য নিয়োজিত থাকেন 60.6 শতাংশ মহিলা শ্রমিক। গ্রামাঞ্চলে এই সংখ্যা মহিলা শ্রমিকের ক্ষেত্রে 63.5 শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

উত্তর প্রদেশের মহিলা তাঁতশিল্পীদের নিয়ে প্রকাশিত এক খবরের প্রতিবেদনে হস্ততাঁত ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে এই পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মহিলারা সাধারণত ঘরের ভিতরে স্থাপন করা তাঁতশাল চালান, অন্যদিকে পুরুষরা উৎপাদন ও বিপণন পরিচালনা করেন এবং উপার্জনের অংশীদারিত্ব করেন না। সহায়ক কাজে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার পরও মহিলাদের অবদান প্রায়শই স্বীকৃতি পায় না এবং তারা বেতনহীন অবস্থাতেই থাকেন।[9]

হস্ততাঁত জনগণনা মহিলা তাঁতশিল্পীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সীমাবদ্ধতাটাও তুলে ধরেছে। পুরুষ তাঁতশিল্পীদের মধ্যে 37.8 শতাংশের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। কিন্তু মহিলা তাঁতশিল্পীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মাত্র 17.6 শতাংশ। শহরাঞ্চলের মাত্র 37 শতাংশ মহিলা তাঁতশিল্পী ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সুবিধা পান বলে মনে হয়।

সামগ্রিকভাবে, তথ্যগুলি এক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্যের বিষয়ে গভীরভাবে আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তাই প্রকাশ করে। নিয়োগের অংশকালীন, চুক্তিভিত্তিক এবং/অথবা অনানুষ্ঠানিক প্রকৃতি ও আর্থিক পরিষেবাগুলির কম সুবিধা ইঙ্গিত করে যে SDG-এর লক্ষ্য 5 এবং 8[10] উল্লেখিত লিঙ্গ সমতার দিকে অগ্রগতি ও উপযুক্ত কর্ম পরিস্থিতিতে পৌঁছনো বয়ন সম্প্রদায়ের মহিলাদের পক্ষে মন্থর হতে পারে।।

[7] "India - Knitting the Future", Invest India, accessed on 22 Jun. 2023, https://www.investindia.gov.in/sector/textiles-apparel

[8] S. Sudalaimuthu, and S. Devi. "Handloom Industry in India." Fibre2Fashion, July 2007. https://www.fibre2fashion.com/industry-article/2269/handloom-industry-in-india#:~:text=One%20of%20the%20earliest%20to,largest%20employment%20generator%20after%20agriculture.&text=ROLE%20OF%20HANDLOOM%20SECTOR%3A,role%20in%20the%20country's%20economy, accessed on 14 July 2023

[9] Hiba Rahman, 'Patriarchy And Weaving: The Curious Case Of Uttar Pradesh's Women Weavers', Feminism in India, 9 Jan. 2023. https://feminisminindia.com/2023/01/09/patriarchy-and-weaving-the-curious-case-of-uttar-pradeshs-women-weavers/ accessed on 22 Jun. 2023

[10] SDG Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls. ; SDG Goal 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

পোশাক ক্ষেত্র

বস্ত্র ও কাপড়ের ষষ্ঠ বৃহত্তম রপ্তানিকারক ভারতে প্রায় 45 মিলিয়ন মানুষ কর্মসংস্থান হয়েছে। এর প্রায় 70 শতাংশই মহিলা।[11] এখানে আঞ্চলিক ভিন্নতা রয়েছে এবং চেন্নাই ও বেঙ্গালুরুর মত স্থানে বস্ত্র উদ্যোগে 80-90 শতাংশ শ্রমিক মহিলা.[12] এই অবস্থা দেশের অবশিষ্ট অংশের তুলনায় দক্ষিণের ক্লাস্টারগুলিকে বেশি 'মহিলাকেন্দ্রিক' করে তুলেছে।

মহিলা বস্ত্র শ্রমিকদের ওপর এক গবেষণায় বেশ কয়েকটি প্রত্যাখানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মূল বিষয়টি হল কম মজুরি, যা পিতৃতান্ত্রিক ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মানে মহিলারা 'কম দক্ষ' এবং তাই তাঁরা পুরুষের তুলনায় কম উপার্জন করবেন।

এছাড়াও সামাজিক-সাংস্কৃতিক নীতি-নিয়মগুলি মহিলাদের ওপর বেতনহীন পরিচর্যার কাজ চাপিয়ে দেয়। ফলে প্রতিযোগিতামূলক এবং দ্রুতগতিতে চলতে থাকা উদ্যোগে দীর্ঘ সময়ের কাজে তাদের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। চুক্তির ভিত্তিতে মহিলা অভিবাসীদের কাপড় শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা তাঁদের দুর্বল ও অসুরক্ষিত পরিস্থিতিকে আরও বৃদ্ধি করে। ভারতীয় বস্ত্র শিল্পে লিঙ্গভিত্তিক বেতনের ব্যবধান সর্বাধিক 34.6 শতাংশ।[13]

আপনি কী জানেন?

তামিলনাড়ুতে সুমঙ্গলী (বিবাহিতা মহিলা) প্রকল্প এবং বলপূর্বক শ্রম:

যৌতুক ও জাতি প্রথার মতো সামাজিক বিষয়গুলি থেকে সৃষ্ট সুমঙ্গলী প্রকল্পটিতে 15-18 বছর বয়সের ছোটো ছোটো মেয়েদের তামিলনাড়ুতে বস্ত্র উদ্যোগে তিন-পাঁচ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। নিজেদের যৌতুকের খরচের জন্য উপার্জনের লক্ষ্যেই কিশোরীদের চাকরির প্রস্তাবের এই ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল। চুক্তির সময়কালীন কোম্পানির নিয়ন্ত্রিত চত্বরে, নজরদারির অধীনে এবং চলাফেরায় বিধিনিষেধের মধ্যেই কাটতো তাদের জীবন। তারা বাধ্যতামূলকভাবে অতিরিক্ত সময় বিভিন্ন কাজ করতো এবং যৌথিক ও শারীরিক নির্যাতনের মুখে পড়তো।

মানবিক সংস্থাগুলির সক্রিয়তা এই শোষণের বিষয়টি উন্মোচন করে, প্রধান প্রধান ব্র্যান্ডগুলি এই প্রথার নিন্দা করে এবং এমন নীতি রূপায়ণের প্রতিশ্রুতি দেয় যা এই কম বয়সের মেয়ে শ্রমিক সরবরাহকারীদের নৈতিক পদ্ধতি মানতে বাধ্য করে। যদিও প্রকল্পটির অস্তিত্ব এখন নেই, তবুও এই মডেলটি মান শৃঙ্খলেরথ আরও নীচে নেমে গেছে।

রিংকু কুমারী, 'সুমঙ্গলী প্রকল্প: প্রান্তিক যুবতীদের জাতি-শ্রেণির পিতৃতান্ত্রিক বন্ধন', ভারতে নারীবাদ, 8 জুন, 2022

https://feminisminindia.com/2022/06/08/sumangali-scheme-marginalised-young-girls-made-to-earn-dowry-through-a-caste-class-patriarchal-nexus/ accessed on 23 June 2023

[11]"Factsheet: India's Clothing Industry", Femnet . https://femnet.de/en/materials-information/country-profiles/india.html accessed on 22 Jun. 2023

[12]"Working Conditions Of Migrant Garment Workers In India A literature review", ILO 2017 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_554809.pdf accessed on 22 Jun. 2023,

[13]Gunjan Sharma, 'A Critical Note on Women's Work in Indian Garment Manufacturing', Public Policy India, 10 Feb. 2023, https://publicpolicyindia.com/2023/02/10/a-critical-note-on-womens-work-in-indian-garment-manufacturing/ accessed on 22 Jun. 2023

বস্ত্র শিল্পের আরেকটি সমস্যা হলো ডিজাইন, প্যাটার্ন তৈরি, এবং কাপড় তৈরির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকের মতো দক্ষ ভূমিকায় মহিলাদের অনুপস্থিতি। পরম্পরাগত 'খপ্তনি দর্জি' (পারিবারিক দর্জি) ব্যবস্থার অধীনে এই ভূমিকাগুলি পুরুষ দর্জি অথবা 'মাস্টার জি'র মতো সংরক্ষিত হয়ে থাকে, যেখানে দক্ষতা পিতার কাছ থেকে পুত্রের কাছে চলে যায়। মহিলাদের নিজের ডিজাইন ও সৃষ্টিশীল সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং শুধুমাত্র সেলাই মেশিনেই তাঁরা আবদ্ধ হয়ে থাকেন। 200 মিলিয়ন শিল্পীর দলটির মতে,''প্যাটার্ন মেকিং পুরুষদের জন্য'' বলে একটা অলিখিত নিয়ম আছে, যেহেতু এটি একটি কারিগরি কাজ, তাই এক্ষেত্রে মহিলাদের যথেষ্ট সক্ষম বলে মানা হয় না। ভারতের প্রায় সমস্ত এক্সপোর্ট হাউজ এমনকি ডিজাইনগুলিরও পুরুষ প্যাটার্ন মেকার রয়েছেন, তাঁরাই নেতৃত্ব দেন এবং মহিলারা তাঁদের অধীনে ছোটো ছোট কাজ করেন।'' একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে বিশ্বের পোশাক শিল্পের জন্য ভারতের প্রথম পূর্ণ-মহিলা ডিজাইন ও দক্ষতা বিকাশের পরিবেশতন্ত্র মাস্টারজি অ্যান্ড ডটার্স মহিলাদের 'মাস্টার' হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং ব্র্যান্ডের সাথে সংযুক্ত করে এই বৈষম্যের মোকাবিলা করা হচ্ছে।[14]

2022 সালে বিজনেস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস রিসোর্স সেন্টারের এক স্টাডিতে দেখা গেছে যে বস্ত্র শিল্পে কাজ করা মহিলাদের বিরুদ্ধে লিঙ্গভিত্তিক হিংসা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই স্টাডির আওতায় এসেছে ভারতের তিনটি প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র তথা দিল্লি এনসিআর-এর ফরিদাবাদ ও কাপাশেরা, কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু এবং তামিলনাড়ুর ডিন্ডিগুল, ইরোড ও তিরুপুর। এই স্টাডিতে বলা হয়েছে যে মহিলা স্থায়ী পোশাক শ্রমিকরা নিয়মিতভাবে শারীরিক ও মৌখিক নির্যাতন, বিভিন্ন হুমকি, বৈষম্য, বলপূর্বক ওভারটাইম, ক্লান্তির পাশাপাশি দুর্ঘটনা, COVID-19 সুরক্ষা ব্যবস্থার অভাব এবং শৌচালয় ও দুপুরে খাওয়ার বিরতি না পাওয়ার মতো অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যান। ভালো কাজ দেওয়ার বিনিময়ে যৌন সম্পর্ক করার জন্য ম্যানেজাররা জোর করতো বলে মহিলারাও জানিয়েছিলেন। এই কারখানাগুলি কম করে 12টি বিশ্বব্যাপী ফ্যাশন ব্র্যান্ডকে বস্ত্র সরবরাহ করে, অথবা সম্প্রতি সরবরাহ করেছে। হয়রানি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এই ব্র্যান্ডগুলিরও নীতি রয়েছে। তবুও নীতি ও তা বাস্তবায়নের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। [15]

কর্ম পরিস্থিতির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে মহিলা বস্ত্র শ্রমিকদের প্রায়শই মাতৃত্ব লাভের সুবিধা দেওয়া হতো না, অথচ মাতৃত্বের সুবিধা লাভ আইনগতভাবে ন্যায্য। বেতনহীন এক মাস থেকে বেতন সহ দুই মাসের ছুটি পান তারা। মহামারীর সময় মহিলাদের জোর করে আল্ট্রাসাউন্ডের সম্মুখীন হতে হতো এবং গর্ভবতী মহিলাদের চাকরি থেকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হতো, ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতো।[16] এছাড়াও মহামারীর পর বস্ত্র কারখানাগুলি আবার খোলা হলেও তাঁদের ডে-কেয়ারের সুবিধা লুপ্ত করা হয়, ফলে শিশু থাকা মহিলারা চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন।

ভারতীয় সংবিধানের 19(1)C অনুচ্ছেদে নাগরিক সংঘ এবং সংঘ গঠনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এরপরও ভারতের বস্ত্র শিল্পে সংঘবদ্ধকরণ কম হয়েছে, মাত্র 5 শতাংশ। এই শিল্পে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা থাকার পরও সংঘের সীমিত উপস্থিতির অর্থ হলো সমষ্টিগত দরদামের ক্ষমতার অভাব। ফলে বৈষম্য, হয়রানি, হিংসা, প্রসূতির সুবিধা এবং শিশুর যত্নের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়গুলির সমস্যা সমাধান না হয়েই আছে।[17]

[14]Shobita Dhar. "India's First Women Apparel Pattern-Makers." Times of India . Accessed December 29, 2023. https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/indias-first-women-apparel-pattern-makers/articleshow/68540896.cms.

[15]Shikha Silliman Bhattacharjee and Alysha Khambay, rep., Unbearable Harassment THE FASHION INDUSTRY AND WIDESPREAD ABUSE OF FEMALE GARMENT WORKERS IN INDIAN FACTORIES (Business and Human Rights Resource Centre, 2022).

[16]Bhattacharjee et al. Unbearable Harassment

[17]'Factsheet: India's Clothing Industry'

মহিলা উদ্যোগীকরণ

মহিলা উদ্যোগীদের মাস্টার কার্ড সূচাঙ্ক 2022, ভারতকে 65টি দেশের মধ্যে 57তম স্থান দিয়েছে। উদ্যোগীকরণের লিঙ্গ ব্যবধানে ভারত বিশ্বজুড়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।[18] মাইক্রো, স্মল ও মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (MSME) মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী ভারতে মাত্র 20.37 শতাংশ উদ্যোগ মহিলাদের মালিকানাধীন। এই নিরুৎসাহিত ধারাটির মধ্যে লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মহিলা নেতৃত্বাধীন হস্তনির্মিত ও শিল্পকলার নেতৃত্বে MSME (HSM) -এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই উদ্যোগগুলির প্রায় 70 শতাংশ লিঙ্গ ভারসাম্য অথবা মহিলা সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মশক্তিকে সমর্থন করে, 95 শতাংশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকায় রয়েছেন মহিলারা এবং মহিলাদের নেতৃত্বাধীনে রয়েছে 55 শতাংশ।[19]

মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বড় প্রত্যাখান হল অর্থ ও মূলধনের সীমিত সুবিধা। ঋণ ব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্বের এবং 'থিন ফাইল' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য মহিলাদের প্রায়ই পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য লাভ করতে সংঘর্ষ করতে হয়। জামানত লাভের ক্ষেত্রে অসুবিধা ও MSME ক্ষেত্রের প্রতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদাসীনতার ফলে এটা আরও জটিল রূপ নিয়েছে। 2021 সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা প্রদত্ত মোট ঋণের মাত্র 5.2 শতাংশই MSME-তে গিয়েছিল। মাইক্রো ইউনিট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফাইনান্স এজেন্সি (MUDRA)-এর মত সরকারি পদক্ষেপ, যা জামিনবিহীন সাহায্য প্রদান করে, সেগুলি একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু জটিল আবেদন প্রক্রিয়া এবং কম সচেতনতার ফলে এই প্রকল্পগুলির উপকার থেকে মহিলাদের বঞ্চিত হতে হয়।[20]

মহিলা নেতৃত্বাধীন HCM-কেও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে ফলপ্রসূভাবে জড়িত হওয়ার জন্য লড়াই করতে হয়। 48 শতাংশ পুরুষ নেতৃত্বাধীনের তুলনায় প্রায় 62 শতাংশ মহিলা নেতৃত্বাধীন HCM-এর বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধা হয়। 33 শতাংশ পুরুষ নেতৃত্বাধীনের তুলনায় 55 শতাংশ মহিলা নেতৃত্বাধীন HCM গুলি পুঁজির বিকল্পগুলি বুঝতে অসুবিধা অনুভব করে।[21]

মহিলা উদ্যোক্তাদের সহকর্মী ও শিল্প বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সীমিত নেটওয়ার্কিং সুযোগ প্রত্যাখানের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের মহিলারা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপে সীমিত সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।[22]

[18]Mansi Jaswal. "What Women Entrepreneurs Need to Shine in the MSME Sector? Experts Explain.' Mint, January 10, 2023. https://www.livemint.com/news/india/heres-what-women-entrepreneurs-need-to-shine-in-the-msme-sector-11673324338271.html accessed on 28 Dec. 23

[19]Priya Krishnamoorthy, Nima Srinivasan, Aparna Subramanyam, Bonnie Chiu, Rashmi Sallan, Shailja Sachan, Amrutha Krishna, and Louise Bouet. Business of Handmade. "Financing a Handmade Revolution: How Catalytic Capital Can Jumpstart India's Cultural Economy." 200 Million Artisans, 2023. https://www.businessofhandmade2.com/ accessed on 28 Dec. 23

[20]Jaswal, Mint, January 10, 2023 | [21]Priya Krishnamoorthy et al, 200 Million Artisans, p 17 | [22]Jaswal, Mint, January 10, 2023

ভারতে প্রায় 12 মিলিয়ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHGs) রয়েছে। SHG গুলি হলো 20-25 জন মানুষের সম্প্রদায় পর্যায়ের গোষ্ঠী, সাধারণত মহিলাদের।

দ্য ইকোনমিক সার্ভে 2022-23-এ বলা হয়েছে যে SHG গুলি মহিলাদের আর্থিক সাহায্য ও জীবিকার বৈচিত্র্যের সুবিধা প্রদান করতে এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

1992 সাল থেকে SHG গুলি ব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত। জীবিকার কাজের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়ে ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধের হার 96 শতাংশ বজায় রেখেছে। ফলস্বরূপ 2021 সালে সরকার COVID-19 মহামারীর কর্মপ্রেরণা প্যাকেজের অধীনে জামানতহীন ঋণের জন্য তাদের সীমা বৃদ্ধি করে। জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা অভিযান (NRLM)-এর মতো ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিগুলিও মাইক্রোফাইনান্স-এর নেতৃত্বে জীবিকা বৈচিত্র্যকরণ কৌশল নিয়ে কাজ করছে।

মহিলা ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত G20 মন্ত্রী সম্মেলনের সময়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিও মহিলাদের জীবিকা ও উদ্যোগীকরণের প্রসারের ক্ষেত্রে SHG-এর সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন।

রিচার্ড মহাপাত্র, "ইকোনমিক সার্ভে 2022-23: মহিলা আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর বিশেষ উল্লেখ; এটি কি বৃহৎ আকারে পরিণত হবে" ডাউন টু আর্থ, 31 জানুয়ারি, 2023

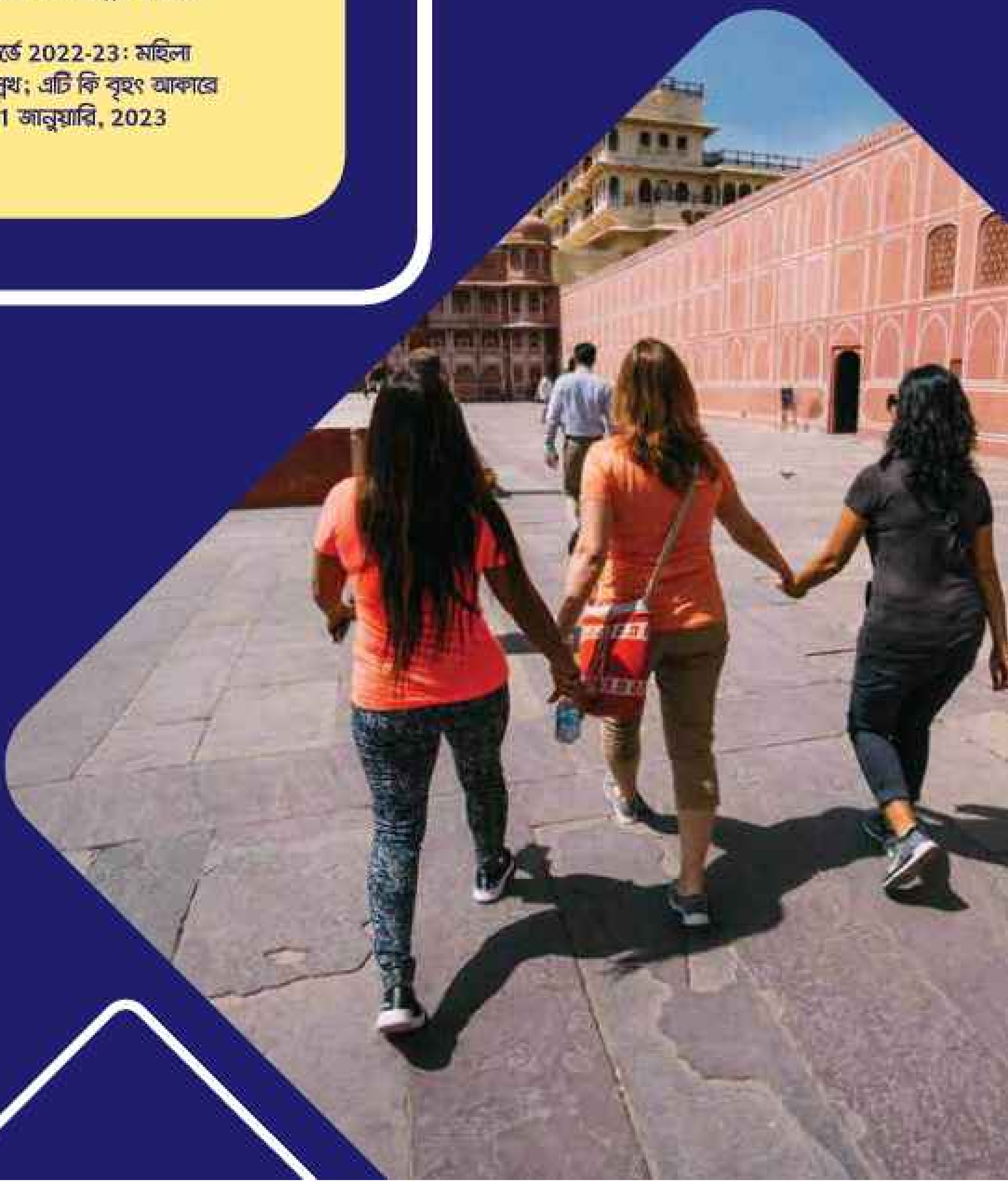

সাহিত্য

2019 সালে ভারতীয় প্রকাশনা শিল্পের মূল্য ছিল প্রায় INR 500 বিলিয়ন। 2024 সালে এটি INR 800 বিলিয়ন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে প্রত্যাশা করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে বিশ্বে চিনের পরই দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থানে রয়েছে ভারত। এই ক্ষেত্রটি ভারতীয় অর্থনীতিতে শিক্ষণ ও শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে এক বিরাট অবদান রেখে চলেছে। ভারতে 1.2 মিলিয়নেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে এই ক্ষেত্র।

আঞ্চলিক ভাষার 45 শতাংশ বাজার এই ক্ষেত্রের দখলে রয়েছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও মানের প্রচারে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও ভারত ইংরেজি ভাষার বই প্রকাশে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ, এই ক্ষেত্রে বিদেশি বাজারের প্রায় 10-15 শতাংশ তাদের নিজেদের দখলে রয়েছে।[23]

ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটার এক গবেষণায় লেখা গেছে যে, আমেরিকায় 1970 –এর দশকে প্রকাশিত শিরোনামে মহিলাদের অংশ 2020 সালের মধ্যে প্রায় 20 থেকে 50 শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা এই শিল্পে উচ্চ রাজস্ব লাভে সহায়ক হয়েছিল। ফলে নারী–পুরুষ সব উপভোক্তাই উপকৃত হয়েছিলেন[24]। ভারতেও MeToo আন্দোলনের মতো বিশ্বব্যাপী ঘটনাগুলির দ্বারা উদ্বুদ্ধ মহিলাদের সমস্যাগুলির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি মহিলাদের লেখালেখির বৃদ্ধিও লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এর ফলে সাহিত্য ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে মহিলাদের কি বাস্তবক কোনও লাভ হয়েছে?

নয়নতারা সেহগল, অনিতা দেশাই, অরুন্ধতী রায়, শশী দেশপাণ্ডে, গীতা মেহতা, ভারতী মুখার্জি, ঝুম্পা লাহিড়ীর মতো আধুনিক ভারতীয় মহিলা লেখিকাদের 1980 থেকে 1990 সালের মধ্যে প্রকাশিত লেখাগুলি ভারতের সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রেরণা দিয়েছে। তাঁদের লেখা উত্তর–ঔপনিবেশিক এবং উত্তর–আধুনিক ভাবনাগুলিকে উজ্জ্বল করে তোলা নৃতত্ত্ববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে কাজ করে। তাঁরা উচ্চমাত্রার আত্মসচেতনতা প্রদর্শন করে, সমসাময়িক ভারতীয় সমাজে লিঙ্গ সম্পর্কিত রাজনৈতিক, তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন[25]।

ভারতের কালী ফর উইমেন, জুবান, উইমেন আনলিমিটেড, তারা বুকস, তুলিকা বুকস, স্ত্রী, সাম্য, অস্মিতা সহ নারীবাদী প্রকাশন প্রতিষ্ঠানগুলি মহিলা লেখিকাদের উপস্থাপিত নারীবাদী আখ্যানগুলি প্রকাশনায় যথেষ্ট অবদান রেখেছে। উচ্চমানের নারীবাদী সাহিত্য রচনায় তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, নিজেদের জন্য বাজার তৈরি করেন।[26]

কিন্তু ভারতে নারীবাদী লেখার সঙ্গে কু–সংস্কারও জড়িত আছে। লিঙ্গ এবং সংস্কৃতির পত্রিকা সংযুক্তায় 2015 সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এই বিষয়ে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে "নারীদের লেখাকে 'নারীদের বিষয়'–এর সঙ্গে যুক্ত করার একটা প্রবণতা দেখা যায়, যা প্রায়ই ঘরোয়া ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। নারীবাদী লেখাগুলিতে অবশ্য এমন পার্থক্য ভেঙে দিয়ে অর্থনৈতিক উদারীকরণ, বিশ্বায়ন, সামরিকীকরণ, হিংসা, রাজনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, আইন, সাহিত্য, ইতিহাস এবং শিল্প থেকে শুরু করে বহু বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।" আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো নারীদের লেখাকে শুধুমাত্র নারীদের জন্যই বলে মনে করা, যা যৌনতাবাদী শব্দ 'চিক লিট' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

[23]Value Proposition of the Indian Publishing Trends, Challenges, and Future of the Industry, Association of Publishers of India and EY-Parthenon, May 2021., accessed on 24 July 2023.

[24]1. Women are now publishing more books than men - and it's good for business, March 8, 2023, https://www.weforum.org/agenda/2023/03/women-are-now-publishing-more-books-than-men-and-its-good-for-business/, accessed 24 July 2023

[25]Ravindra Kumar Singh, "Indian Women Writers and its Feminism in English", Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, Volume: 16 / Issue: 5, April 2019, accessed on 24 July 2023

[26]Dr. Paromita Chakrabarti, 'Press(ing) Business: Decoding Feminist Publishing in India" , Feminism in India, July 2020, https://feminisminindia.com/2020/07/27/feminist-publishing-in-india-business/#:~:text=of%20utmost%20importance.-,Publishing%20houses%20such%20as%20Kali%20for%20Women%2C%20Zubaan%2C%20Women%20Unlimited,made%20way%20for%20feminist%20publishing accessed on 24 July 2023

[27]Ritu Menon, 'Feminist Writing and Women in Publishing", Samyukta, Jan 2015 https://samyuktajournal.in/feminist-writing-and-women-in-publishing/ accessed on 24 July 2023

ব্যবসায়িক দিক থেকে সাহিত্য এবং প্রকাশনকে পরীক্ষা করা হলে, অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান লিঙ্গবৈষম্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মহিলা লেখিকা উৎসবের সময় ShethePeople আয়োজিত 2018 সালের প্যানেল আলোচনা সহ একাধিক প্রকাশ্য অনুষ্ঠান এবং 2019 সালে দিল্লিতে সিভিল সার্ভিসেস অফিসার্স ইনস্টিটিউট (CSOI)-এর সাহিত্য উৎসবে এই ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়গুলির ওপরে আলোকপাত করা হয়েছিল, যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল:

01 প্রকাশনা ক্ষেত্রের সৃষ্টিশীল দিকে মহিলাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে এবং প্রচুর মহিলাকে লেখক, অনুবাদক, ডিজাইনার, ফ্রিল্যান্স এডিটর, টাইপসেটার, রিভিউয়ার, ব্লগার, প্রচারক এবং গ্রন্থ বিক্রেতা হিসেবে দেখা যায়।

02 প্রকাশনার সৃষ্টিশীল ও সম্পাদকীয় উপাদানে পুরুষের চেয়ে মহিলাদের প্রাধান্য বেশি দেখা গেলেও শীর্ষ ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের ততটা প্রাধান্য দেখা যায় না।

03 সৃষ্টিশীল জায়গায় মহিলাদের উত্থান ঘটলেও প্রায়ই তাঁদের কম বেতন পাওয়ার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, যার কারণ হলো ক্রমবর্ধমান 'গিগ ইকোনমি'র সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক[28] এবং উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁদের শ্রমের অবমূল্যায়ন।

04 কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পারিবারিকভাবে পরিচালিত প্রকাশন প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি ও কর্তৃত্ব বেশি।

05 টিয়ার 2 এবং টিয়ার ৩ শহরগুলির শিশু প্রকাশন ও প্রকাশন প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের শুধু সম্পাদকীয় ক্ষেত্রেই নয়, বিক্রি, বিপণন, আর্থিক ও উৎপাদন ক্ষেত্রেও জড়িত করা হয়, যেগুলি

06 প্রকাশন কর্মশক্তির লিঙ্গ ভারসাম্য পাল্টাচ্ছে। মহিলারা অ্যাকাউন্টিং, বিক্রি এবং উৎপাদন ইত্যাদি বিভাগে বেশি চাকরি পাচ্ছেন। অন্যদিকে পুরুষদের ক্রমান্বয়ে সম্পাদকীয় ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে।

07 মহিলাদের অর্থের অভাব অথবা গ্রন্থের বিপণন ও প্রচারে জড়িত হওয়ার ইচ্ছার অভাবের জন্য পুরুষ লেখকরা বেস্টসেলার তালিকায় আধিপত্য বিস্তার করছেন।

08 পরম্পরাগত প্রকাশনে মহিলা লেখিকার শিরোনাম পুরুষ লেখকের মূল্যের প্রায় 45 শতাংশের কাছাকাছি।[29]

এইভাবে ভারতীয় প্রকাশন শিল্পের বৃদ্ধি ও এর কর্মশক্তিতে মহিলাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতির পরও লিঙ্গ সাম্যের অভাব নিয়ে উদ্বেগ রয়েই গেছে। সম্প্রসারিত অর্থনীতি থেকে মহিলারাও যাতে সমানভাবে উপকৃত হতে পারেন তার জন্য এই সমস্যাগুলির সমাধান করা প্রয়োজন।

[28] A gig economy is a free market system in which temporary positions are common and organisations hire independent workers for short-term commitments. The term "gig" is a slang word for a job that lasts a specified period of time. Traditionally, the term was used by musicians to define a performance engagement. https://www.techtarget.com/whatis/definition/gig-economy#:~:text=A%20gig%20economy%20is%20a,to%20define%20a%20performance%20engagement accessed on 25 July 2023

[29] Dana B. Weinberg & Adam Kapelner, "Comparing gender discrimination and inequality in indie and traditional publishing", Abstract. Plos One, 9 April, 2018. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195298 accessed on 25 July 2023

COVID-19 মহামারীর প্রভাব:

2020 সালে Scroll.in-এর জন্য এক প্রবন্ধে উর্বশী বুটালিয়া আলোকপাত করে জানিয়েছিলেন যে লকডাউনের ফলে ভারতীয় প্রকাশনা খণ্ডের মহিলারা একাধিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ঘরোয়া কাজকর্মের বোঝা হঠাৎ করে বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নিজের বাড়ি বা শহর থেকে দূরে হস্টেলে বসবাস করা মহিলারা নিজেদের থাকার জায়গা এবং বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কোনও উপায় খুঁজে পাননি।

ক্ষুদ্র, নারীবাদী এবং ইন্ডি প্রকাশকরা কম নগদ অর্থের প্রবাহ এবং রয়্যাল্টি অর্থপ্রদান করতে অক্ষমতার পাশাপাশি আরও প্রত্যাহ্বানমূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল।

মহিলারা নিঃসঙ্গতা এবং বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত মানুষের সাথে দেখা করতে না পারা সম্পর্কিত প্রত্যাখানের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

মহিলারা কাজ করার জন্য বাড়িতে নির্দিষ্ট স্থান খুঁজে পেতে সংগ্রাম করেছিলেন। এবং ডাইনিং টেবিল অথবা বিছানার মতো অস্থায়ী স্থান থেকে তাঁদের কাজ করতে হয়েছিল।

মহামারীর ফলে সৃষ্টি হওয়া অর্থনৈতিক মন্দা অবস্থা ভারতীয় প্রকাশন ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল।

সঙ্গীত

ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং স্ট্রিমিং পরিষেবার মাধ্যমে পরিচালিত ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পের অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। 2022 সালে দ্য ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেসে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ অনুযায়ী 2021সালে বিশ্বের সপ্তদশ বৃহৎ সঙ্গীত বাজার ছিল ভারতে।[30]

INR 18.7 বিলিয়ন
EY-FICCI's 2021–এর রিপোর্ট[31] অনুযায়ী ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পের মূল্য

80 শতাংশ
দেশের সঙ্গীত রাজস্ব বলিউডের সাউন্ডট্র্যাক থেকে নেওয়া হয়[32]

14 মিলিয়ন
মানুষ সঙ্গীত শিল্পে কাজ করেন

INR 1398-5620 বিলিয়ন
ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পে ক্ষুদ্র আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র এবং অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের মোট মূল্য

ভারত প্রতিনিধিত্ব এবং বেতনের ক্ষেত্রে বিশ্ব সঙ্গীত পরিস্থিতির মতোই লিঙ্গবৈষম্যের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। 2019 সালে ফার্স্টপোস্টে প্রকাশিত এক রিপোর্টে মহিলা শিল্পীদের সঙ্কটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বলিউডে বস্তুনিষ্ঠকরণ এবং সীমিত প্লেব্যাক সাইনিং এর সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বহু স্বতন্ত্র মহিলা শিল্পীও যৌন নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন।[33]

ওই একই রিপোর্টে উইমেন ইন মিউজিক ইন্ডিয়ার প্রিয়াঙ্কা খেমানি সঙ্গীত জগতে অপকাশ্য ভূমিকায় মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে গবেষণা এবং তথ্যের অভাবের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বিষয় চিহ্নিতকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রমাণের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেন। শ্রীমতি খেমানি রেকর্ড কোম্পানিতে মহিলা নেতৃত্বের অভাবের কথাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই অবস্থার বর্ণনা করে তিনি বলেন,এটা একটা "দিনের শেষে বড় ছেলেদের ক্লাব"।[34]

সমসাময়িক সঙ্গীত জগতেও লিঙ্গ বৈষম্য এবং অসাম্য চালু রয়েছে। বিশ্বজুড়েই নারী সঙ্গীতশিল্পীদের উৎসবে, স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে এবং এমনকি প্রযোজক হিসেবেও কম প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হয়। 2019 সালের ফার্স্টপোস্টের এক রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল যে "এই বছরের রেডিও সিটি ফ্রিডম অ্যাওয়ার্ডে নয়টি সঙ্গীত শাখায় 80 টিরও বেশি মনোনয়নের মধ্যে মাত্র ছয়টিতে একক মহিলা শিল্পী অথবা মহিলা নেতৃত্বের ভূমিকা দেখা যায়'',এই রিপোর্টে আরও বলা হয় যে 1200 এন্ট্রির মধ্যে মাত্র 3 শতাংশ মহিলা একক শিল্পী ছিলেন। সংখ্যাটি বেশ কম, কারণ এই বছরে প্রকাশিত অ্যালবামের মাত্র 10-15 শতাংশ মহিলা শিল্পীর। বিশেষত পুরুষ শিল্পীদের তুলনায় মহিলা শিল্পীদের নিজেদের রেকর্ডিং এ আর্থিক সাহায্যের ক্ষমতা সীমিত। [35]

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের জ্ঞান, দক্ষতা, এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবের জন্য মহিলা শিল্পীদের নিজস্ব সঙ্গীত তৈরি করার ক্ষেত্রে সংগ্রাম করতে হয় অথবা প্রযুক্তি পরিচালনা করতে না পারার জন্য মহিলাদের কুসংস্কারের সম্মুখীন হতে হয়। UNESCO-র একটি রিপোর্টে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে "কিন্তু ডিজিটাল বিভাজন এখনও এক গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হয়ে আছে, কারণ পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মৌলিক উপলব্ধতার উপায়, যেমন ইন্টারনেট সংযোগ, স্মার্টফোন, এবং সৃষ্টিশীল অনুশীলনকে উৎসাহিত ও সহজ করতে পারে তেমন উপকরণের অভাবের সম্ভাবনা বেশি"।[36]

সঙ্গীত উৎসবে মহিলা সঙ্গীত শিল্পীদের প্রতিনিধিত্ব এবং দৃশ্যমানতা কম। 2018 সালের ফার্স্টপোস্টের একটি রিপোর্ট 2017 সালের ডিসেম্বর মাসের উইকএন্ডারের পুনে সংস্করণের ওপর আলোকপাত করে বলা হয়েছে, "2017 সালের ডিসেম্বর মাসে উইকএন্ডারের ফ্ল্যাগশিপ পুনে সংস্করণে 50 জনেরও বেশি শিল্পীর মধ্যে মাত্র আটজন শিল্পী এবং এই ফেব্রুয়ারি মাসে সুপারসনিকে 75 জনেরও বেশি শিল্পীর মধ্যে মাত্র নয় জন শিল্পী মহিলা অথবা একজন মহিলা সঙ্গীতশিল্পীর নেতৃত্বাধীন ছিলেন।"[37] সঙ্গীত মহোৎসবে লিঙ্গ ভারসাম্যহীনতার সচেতনতা বৃদ্ধি আয়োজকদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে রাজস্থানের ম্যাগনেটিক ফিল্ডস উৎসবের আয়োজক ওয়াইল্ড সিটি (Wild City) সচেতনভাবে নিজেদের উৎসবের লাইন আপে মহিলা শিল্পীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে, যা এক উৎসাহজনক প্রবণতা।

[30] Vivek Raina. "How the Indian Music Market Is Balancing the Scales between Original Soundtrack and Independent Music," Financial Express, September 18, 2022, https://www.financialexpress.com/business/brandwagon-how-the-indian-music-market-is-balancing-the-scales-between-original-soundtrack-and-independent-music-2672375/. Accessed on 25 July 2023

[31] Tuning into Consumer March 2022 Indian M&E Rebounds with a Customer-Centric Approach. EY FICCI, March 2022. https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_in/topics/media-and-entertainment/2022/ey-ficci-m-and-e-report-tuning-into-consumer_v3.pdf.Accessed on 25 July 2023

[32] Raina, Indian Music Market

[33] Aarushi Agarwal, "Women in Music: New initiative addresses gender disparity in India, as on-demand streaming goes big" Firstpost, https://www.firstpost.com/entertainment/women-in-music-new-initiative-addresses-gender-disparity-in-india-as-on-demand-streaming-goes-big-7254431.html accessed on 9 August 2023

[34] Agarwal, 'Women in Music"

[35] Amit Gurbuxani, "Record labels, management companies must step up to address gender disparity in Indian indie music scene', Firstpost, https://www.firstpost.com/entertainment/record-labels-management-companies-must-step-up-to-address-gender-disparity-in-indian-indie-music-scene-6327331.html accessed on 10 Aug 2023

[36] Conor, "Gender & Creativity" 38

[37] Gurbuxani, "Record Labels", Firstpost

সংগ্রাহালয়

একটি দেশের ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সংগ্রাহালয় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত শহুরে পরিবেশে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ সর্বজনীন স্থান এবং নির্দিষ্টভাবে পর্যটন ক্ষেত্রে রাজস্ব তৈরি করে।

এই বিভাগে আমরা

- মহিলাদের জন্য সংগ্রহালয়ের স্থানগুলিতে সুরক্ষা এবং সহজলভ্যতা
- মহিলাদের শিল্পে প্রতিনিধিত্ব এবং
- সংগ্রহালয় কর্মস্থলে লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তি ও প্রকৃতির সক্ষমতা পরীক্ষা করবো।

লিঙ্গ সহজগম্য স্থান হিসেবে সংগ্রাহালয়

সংগ্রাহালয় দর্শকের জনসংখ্যা দেখিয়েছে যে, পৃথিবী জুড়েই পুরুষের তুলনায় মহিলাদের সংগ্রাহালয় পরিদর্শনের প্রবণতা বেশি। সংগ্রাহালয়ের সঙ্গে মহিলাদের অভিজ্ঞতা লাভ ও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার এক পৃথক ধরণ রয়েছে, কারণ মহিলারা প্রায়ই নিজের সন্তানকে শিক্ষণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য সংগ্রাহালয়ে নিয়ে আসেন। সংগ্রাহালয়কে তাঁরা লালন-পালনের এক স্থান হিসেবে বিবেচনা করেন, এখানে তাঁরা সন্তান ও নিজেদের সঙ্গে মূল্যবান সময় কাটাতে পারেন।[38]

ভারতের মহিলাদের জন্য সংগ্রাহালয় কতটা সুরক্ষিত ও সহজগম্য স্থান? সীমিত সর্বজনীন সুলভ তথ্যের মাধ্যমে এর উত্তর দেওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ভারতের সর্বজনীন সংগ্রাহালয়গুলি সীমিত অর্থের জন্য বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে। এগুলিকে মূলত সরকারি সহায়তার উপর নির্ভর করতে হয়। এগুলি ব্যক্তিগত পুঁজির পৃষ্ঠপোষকতা পায়না। এর ফলে বহু সংগ্রাহালয়কে জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়।। তবে জাতীয় ও রাজ্য রাজধানীগুলির সংগ্রাহালয়ের কথা আলাদা, বিশেষত মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে।

আন্তর্জাতিক সংগ্রাহালয়গুলির প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে বেসরকারি সংগ্রাহালয়গুলি ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে উঠছে। উদাহরণ হিসেবে, বেঙ্গালুরুর মিউজিয়াম অব আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি (MAP)-এর লক্ষ্য হলো শিল্পকে গণতান্ত্রিক করে তোলা এবং সবার জন্য বিনোদনমূলক ও প্রাসঙ্গিক করে তোলা। কার্যকর ও মুক্ত স্থাপত্য সহজগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে এক বিস্তৃত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

সংগ্রাহালয়ের সংগ্রহে লিঙ্গ প্রতিনিধিত্ব

ওয়াশিংটন ডিসি-র ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব উইমেন ইন দ্য আর্টস (NMWA)[39] লক্ষ্য করেছে যে শিল্প জগতের মহিলারা বৈষম্যের শিকার হন। সংগ্রহালয়, গ্যালারি এবং নিলাম ঘরগুলিতে মহিলাদের যথেষ্ট কম প্রতিনিধিত্বের সুযোগ এবং কম মূল্য দেওয়া হয়। 2018 সালে বিশ্বজুড়ে শীর্ষ 20 টি বড় জনপ্রিয় প্রদর্শনীর মধ্যে মাত্র একটি প্রদর্শনীর শিরোনামে একজন মহিলা ছিলেন, প্রদর্শনীটি হয়েছিল গুগেনহেম বিল্বাও মিউজিয়ামে, প্রদর্শনীটির নাম ছিল: আই অ্যাম ইয়োর মিরর, শিল্পী ছিলেন জোয়ানা ভাস্কোনসেলোস।

আর্টনেট অ্যানালাইটিক্স[40] এবং মাস্ট্রিচ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যৌথ গবেষণায় পশ্চিমের মহিলা শিল্পীরা নিজেদের ক্যারিয়ারে নিম্নলিখিত প্রত্যাখানের শিকার হন বলে উল্লেখ করা হয়েছে:

- মহিলা ও পুরুষ উভয়েই সমান সংখ্যায় কলা বিদ্যালয়ে নাম ভর্তি হতে পারেন। গ্যালারি কিন্তু কম সংখ্যক মহিলাকেই নির্বাচন করে। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার গ্যালারিগুলিতে প্রতিনিধিত্বকারী জীবিত শিল্পীদের মাত্র 13.7 শতাংশ মহিলা। মহিলাদের শিল্পকলা ততটা ভালো বিক্রি হয় না অথবা মাতৃত্বের কারণে মহিলাদের শিল্প সংক্রান্ত কাজ প্রভাবিত হয়, এই অজুহাতে গ্যালারিগুলি এমন বৈষম্য করতে পারে। এছাড়া মহিলারা নিজেদের কেরিয়ারের অগ্রগতিতে সহায়ক হতে পারে তেমন ধরনের নেটওয়ার্কের সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হন।

- মহিলা শিল্পীদের প্রাথমিক বাজার (গ্যালারি) থেকে গৌণ বাজারে (নিলাম ঘর) যেতে লড়াই করতে হয়, গবেষণায় দেখা গেছে, এই যাত্রাপথে বাদ পড়ে যাওয়ার হার 15 শতাংশ পর্যন্ত। এই সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে, কারণ গবেষণাটিতে শুধুমাত্র গ্যালারি অথবা আর্টনেট গ্যালারি নেটওয়ার্কের অংশের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা শিল্পীদেরই বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু যেসব মহিলারা গৌণ বাজারে জায়গা পেতে সক্ষম হন, তাঁরা পুরুষের তুলনায় উন্নত প্রদর্শন করেন।

- প্রতিষ্ঠিত মহিলা শিল্পীদের 'জয়ীরা সব নেয়' গতিশীলতার সাথে সংগ্রাম করতে হয়। গবেষণাটিতে জানানো হয়েছে যে বিক্রির 91 শতাংশ লাভ করে মাত্র 2.6 শতাংশ মহিলা শিল্পী অথচ পুরুষ শিল্পীর মধ্যে লাভের বিতরণ অধিক ন্যায্য।

- শিল্পের বাজারে শীর্ষস্তরে কোনও মহিলা শিল্পী নেই। শীর্ষ 0.03 শতাংশ, যা সামগ্রিক লাভের 41 শতাংশেরও বেশি লাভ করে, তাঁরা প্রত্যেকেই পুরুষ।[41]

[38]Priyanka Sacheti, "Gendering of Museum Spaces," web log, Rereeti Revitalising Museums (blog), March 2, 2017, https://rereeti.org/blog/2741-2/#:~:text=She%20observed%20that%20women%20tended,prolonged%20engagement%20with%20street%20art. accessed on 24 Aug. 23.

[39]The National Museum of Women in the Arts (NMWA) in Washington DC, USA, is the first museum in the world solely dedicated to championing women through the arts.

[40]artnet is an online resource for the international art market - to buy, sell, and research art online. It was founded in 1989 with the goal of bringing transparency to the art world.

[41]. Julia Halperin, "The 4 Glass Ceilings: How Women Artists Get Stiffed at Every Stage of Their Careers," artnet, December 15, 2017, https://news.artnet.com/market/art-market-study-1179317., accessed on 25 Aug. 23

ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মহিলা শিল্পীরা এই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হচ্ছেন। ভারতের মহিলা শিল্পীরা কি কি বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছেন? বিশ্বব্যাপী প্রবণতার মতোই, তাঁরা প্রায়ই অদৃশ্য হয়ে থাকেন, জীবনের অনেক সময় কেটে যাওয়ার পর অথবা বছরের পর বছর ধরে অসাধারণ শিল্প সৃষ্টি করার পর তাঁরা স্বীকৃতি লাভ করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় শুরুতে ওয়েস্টার্ন রিয়ালিস্টিক অয়েল পেইন্টিং-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে মঙ্গলাবাই থামপুরাট্টির মতো শিল্পীও ছিলেন। তবে তাঁর জীবন ও শিল্পকলায় তাঁরই বিখ্যাত ভাই রাজা রবি বার্মার ছায়া পড়ছিল। স্বাধীনতার পর মহিলারা শিল্পকলা সহ উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করতে শুরু করেন। পশ্চিমে শিক্ষিত নাসরিন মহম্মদি এবং জারিনের মতো শিল্পীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। মহিলারাও পরম্পরাগতভাবে পুরুষপ্রধান শিল্পক্ষেত্রে পা দিতে শুরু করেছিলেন, যেমন চিত্র সাংবাদিকতায় হোমাই ব্যারাওয়াল্লা।[42]

এগুলি হলো বিশেষ প্রসঙ্গে মহিলা শিল্পীদের ব্যক্তিগত যাত্রার বিবরণ। কিন্তু ভারতীয় মহিলা শিল্পীদের নিজেদের শিল্পকর্মের সৃষ্টি, প্রদর্শন এবং বিক্রির ক্ষেত্রে শ্রেণি, বর্ণ, অক্ষমতা ইত্যাদির প্রভাব সহ সম্মুখীন হওয়া বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলারা প্রয়োজন রয়েছে।

সংগ্রাহালয়ের নেতৃত্বে লিঙ্গ

যদিও বিশ্বব্যাপী পেশাদার কলা সংগ্রাহালয়ে পুরুষের তুলনায় মহিলা কর্মচারী সংখ্যায় বেশি, তবুও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব এখনও কমই রয়ে গেছে, যা অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যকেই প্রতিফলিত করে। উত্তর আমেরিকায় অ্যাসোসিয়েশন অব আর্ট মিউজিয়াম ডিরেক্টর্স (AAMD)-এর 2016 সালের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে মহিলারা অর্ধেকেরও কম পরিচালকের পদ লাভ করেছিলেন এবং বড় বড় সংগ্রাহালয়েও পুরুষের তুলনায় কম বেতন পেতেন। রিপোর্টটিতে সংগ্রাহালয়গুলির পরিচালনা বাজেটের ওপর ভিত্তি করে লিঙ্গবৈষম্য সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে, মহিলাদের নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাহালয়গুলিতে কম বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল। বিশ্বের শীর্ষ তিনটি সংগ্রাহালয়ে (লুভর, ব্রিটিশ, মেট্রোপলিটান) কখনও মহিলা পরিচালক ছিলেন না।[43]

ভারতে সংগ্রহালয় ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পুঁজির/মালিকানাধীন সংগ্রাহালয়গুলিতে পরিচালকদের লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায়। সরকারি সংগ্রাহালয়গুলি তাদের নেতৃত্বে বৈচিত্র্যময় লিঙ্গের ভূমিকা তুলে ধরে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের বর্তমান সঞ্চালক প্রধান মহিলা এবং সাংস্কৃতিক মন্ত্রক পরিচালিত শীর্ষ সাতটি সরকারি সংগ্রাহালয়ের পুরুষ পরিচালক রয়েছেন। রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত সংগ্রাহালয়গুলিতে এই সাদৃশ্য দেখা যায়-তামিলনাড়ু এবং তেলেঙ্গানায় সংগ্রাহালয়ের দুজন সঞ্চালক মহিলা, অন্যদিকে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, পণ্ডিচেরী, ও কেরলে চারজন পুরুষ সঞ্চালক রয়েছেন।[44]

ভারতে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত সংগ্রাহালয়গুলি ভারতীয় সংগ্রাহালয় ক্ষেত্রের প্রায় 10 শতাংশ কিরণ নাদার (কিরণ নাদার মিউজিয়াম অব আর্ট), লেখা পোদ্দার (দেবী আর্ট ফাউন্ডেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাপক) এবং ড. তাসনিম জাকারিয়া মেহতার (ভাউ দাদজি লাড মিউজিয়াম) মতো ব্যক্তি দেশের সংগ্রাহালয়গুলি পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের অবদানের মাধ্যমে ভারতে সংগ্রাহালয় কর্মস্থলে লিঙ্গ সমতা প্রচারের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের উত্থান ঘটেছে।[45]

[42]Feminism in Indian Art, MAP Academy, June 13. 2023. https://mapacademy.io/article/feminism-in-indian-art/ accessed on 28 Dec. 23

[43]Veronica Treviño, Zannie Giraud Voss, Christine Anagnos, Alison D. Wade "The Ongoing Gender Gap in Art Museum Directorships", Association of Art Museum Directors, 2016, pg 2-3, https://aamd.org/sites/default/files/document/AAMD%20NCAR%20Gender%20Gap%202017.pdf accessed on 25 Aug. 23

[44]Sarah Lamade, "Issues faced by Museum Professionals: A comparison between India & U.S.", web log Rereeti Revitalising Museums (blog). July 2, 2018, 23 https://rereeti.org/blog/comparing-issues-for-museum-professionals-india-vs-u-s/#:~:text=Of%20three%20of%20the%20most,the%20direction%20of%20male%20leadershipaccessed on 24 Aug.

[45]Priyanka Sacheti. "Is the future female? Gender equality and equity in museum leadership", web log, Rereeti Revitalising Museums (blog), March 16, 2017. https://rereeti.org/blog/is-the-future-female/ accessed on 24 Aug, 23

ভারতের সংগ্রাহালয়ের সংগ্রহে লিঙ্গ প্রতিনিধিত্বের উদাহরণ:

- মিউজিয়াম অব দ্য আর্ট অ্যান্ড ফটোগ্রাফিতে ভিজিবল/ইনভিজিবল (VISIBLE/INVISIBLE) প্রদর্শনীতে MAP সংগ্রহের মাধ্যমে শিল্পকলায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বকে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রদর্শনীটি শিল্প ইতিহাসের একটি মূল বিরোধকে স্পষ্ট করেছে, যেখানে নারীকে সৃষ্টিকর্তার বিপরীতে এক প্রেরণা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে মহিলাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় তৈরি কাহিনি প্রকাশের এক মঞ্চ প্রদান করা হয়।– (https://map-india.org/exhibition/visible-invisible/)

- গুজরাটের পোরবন্দরে অবস্থিত ড. সবিতাদাদি এন. মেহতা সংগ্রহালয় একটি বেসরকারি সংগ্রাহালয়,এটি শ্রীলঙ্কার আর্কিটেক্ট চান্না দাসওয়াত্তে নির্মাণ করেছিলেন। বিশ্বব্যাপী মণিপুরী নৃত্যকে জনপ্রিয় করে তোলা ভারতের প্রথম মহিলা উত্তরাধিকারের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছিল। এই সংগ্রাহালয়ে পণ্ডিত নেহরু, ড. রাধাকৃষ্ণান এবং ড. জাকির হুসেনের মতো প্রয়াত নেতাদের সাথে ড. সবিতার ছবি এবং তাঁর মণিপুরী নৃত্যের পোশাকের সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (দ্য হিন্দু, 16 ডিসেম্বর, 2023)

- N.M.K.R.V কলেজ, বাঙ্গালোরের শাশ্বতী সংগ্রাহালয়টি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত ড. সি.এন. মাঙ্গালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিভিন্ন শিল্পকলার 5000–এরও অধিক সামগ্রী এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে, সংগ্রাহালয়টিতে মহিলাদের আকাঙ্খা এবং অর্জনগুলি প্রদর্শন করা হয়েছে। (https://travel2karnataka.com/shashwati.htm)

অন্তর্ভুক্ত শহর এবং সংস্কৃতি

রাষ্ট্রসংঘের অনুমান অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় 55 শতাংশ জনসংখ্যা শহরাঞ্চলে বসবাস করে, 2050 সালের মধ্যে হার 68 শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে বলে অনুমান করা হয়েছে। এই বৃদ্ধির প্রায় 90 শতাংশ এশিয়া ও আফ্রিকায় হয়েছে।[46]

নগর পরিকল্পনাকারীরা প্রায়ই নগরের জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ গঠন করা মহিলা, মেয়ে এবং লিঙ্গ সংখ্যালঘুদের অনন্য অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয়তাগুলিকে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়। এটা সাংস্কৃতিক নীতি-নিয়ম দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, যা নারীদের সমাজে একটি কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নামিয়ে আনে। জনগণের অংশগ্রহণের জন্য নিরাপদ শহরে স্থানের অভাব, যেমন দুর্গম অথবা কম আলোকিত অঞ্চল এবং বিশ্রামাগারের মতো স্থানের জন্য নারীদের নানা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। স্থপতিবিদ এবং নগর পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে মহিলাদের নিম্ন প্রতিনিধিত্ব শুধুমাত্র এই লিঙ্গ অসচেতনকে আরও বেশি বাড়িয়ে তোলে।

সম্প্রতি সেফ সিটি প্রজেক্টের মাধ্যমে সরকার মহিলাদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ভূমি সম্পত্তি ও সম্পদ সৃষ্টি করেছে। এই প্রজেক্টের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো:

- **নির্দিষ্ট শহরগুলিতে স্পর্শকাতর স্থান চিহ্নিতকরণ**
- **চিহ্নিত করা স্পর্শকাতর হট-স্পটগুলিতে সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থা করা**
- **মহিলাদের জন্য রাস্তার আলো এবং সর্বজনীন শৌচালয়ের সুবিধাগুলির উন্নয়ন করা**

স্থাপত্য পুরুষ প্রধান হলেও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মহিলারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।[47] মহিলা সংরক্ষণ স্থপতিবিদরা বিশিষ্ট সংরক্ষণ প্রকল্পের নেতৃত্ব দেন, যেমন আভা নারায়ণ লাম্বা (মুম্বাইয়ের রয়্যাল অপেরা হাউস) এবং আনুবেল্লি লোপেজ (আগ্রার মোগল রিভারফ্রন্ট গার্ডেন)। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পর্যটনে মহিলারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন। চেন্নাইয়ে মাদ্রাজ ইনহেরিটেড, এবং এনকুট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, ইত্যাদি সংস্থা এই ক্ষেত্রে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উদাহরণ তুলে ধরেছে। এনকুট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি পরিচালিত দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'Badass Begums' হেরিটেজ ওয়াকে মহিলাদের দ্বারা প্রভাবিত ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের ওপরে আলোকপাত করা হয়েছে।[48] মাদ্রাজ ইনহেরিটেড, দ্য ইকুয়াল প্রোজেক্ট, এবং দ্য গ্রেটার চেন্নাই কর্পোরেশনের সহযোগিতায় চেন্নাইয়ে 'Madrasin Pengal' হেরিটিজ ওয়াক আয়োজন করা হয়েছিল। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য আয়োজিত এই অসাধারণ নাইট ওয়াক শহরের সফল মহিলাদের অবদানকে তুলে ধরেছিল, একই সময়ে যখন মহিলারা সাধারণত ঘরের ভেতরে থাকেন তখন পথ দখল করে নেওয়া হয়।[49]

শহরগুলি প্রায়ই মহিলাদের দুর্বলতা, বিশেষত যৌন নির্যাতন, এবং লিঙ্গভিত্তিক হিংসার উপর গুরুত্ব দেয়। বিশেষত ভারতের শহরাঞ্চলগুলিতে মহিলাদের গতিশীলতার উপরে ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে রাতে বাইরে বের হওয়া মহিলাদের জন্য পরিবহণ একটি জরুরি ব্যাপার। অধিকাংশই মহিলাই নিজেদের যাওয়া আসা নিশ্চিত করার জন্য নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থা থাকা পছন্দ করেন। তাঁরা পরিচিত মানুষ, পুরুষ সঙ্গী অথবা বিশ্বাসযোগ্য মানুষের বড় একটি দলের সঙ্গে ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন। সুরক্ষামূলক সাবধানতাগুলির মধ্যে রয়েছে মদ্যপান পরিহার করা, ফোন চার্জ করে রাখা, আত্মরক্ষার জন্য লঙ্কার গুড়োর স্প্রে সঙ্গে রাখা। পোশাক নির্বাচনও একটি কারণ, মহিলারা হাত, পা এবং বুকের খাঁজ ঢেকে রাখার মতো পোশাক নির্বাচন করেন, ফ্যাশনের তুলনায় সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেন।

এগুলি হল শহরাঞ্চলের জীবনে সমান ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের বাধা প্রদান করার উল্লেখযোগ্য কারণ। এর জন্য এমন নীতি প্রণয়ন করা অথবা শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে যা মহিলাদের শহরাঞ্চলের জীবনে প্রদান করা সমস্ত সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে সক্ষম করে।

লিঙ্গ সংবেদনশীল নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা ভারত সরকার, রাজ্য সরকার এবং নগর পরিকল্পনা কমিটিগুলি অব্যাহত রেখেছে। 24/7 পিঙ্ক পুলিশ, স্তন্যপান করানোর জন্য কিওস্ক এবং 'শি অটো'র মতো পরিষেবার মাধ্যমে 'মহিলা অনুকূল' অঞ্চল গড়ে তুলতে তিরুবন্তপুরম পুরসভা মহিলা ও পরিকল্পনাকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। হায়দরাবাদে শুধু মহিলা ও শিশুদের জন্য একটি থিম পার্ক আছে। LGBTQ+ সম্প্রদায়ের জন্য 500-রও অধিক শৌচালয় নির্মাণের পরিকল্পনা করছে দিল্লি।[50]

নগর পরিকল্পনা সংস্থাগুলিতে মহিলা ও লিঙ্গ সংখ্যালঘুদের বেশি করে প্রতিনিধিত্ব এবং কার্যকর অংশগ্রহণের পাশাপাশি শহরগুলিতে বাস্তবিক অর্থে লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তি গড়ে তুলতে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয়ের সঙ্গে সমগ্র দেশে এই প্রচেষ্টাগুলিকে আরও জোরদার ও বৃহৎ আকারে করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

[46] "68% of the World Population Projected to Live in Urban Areas by 2050, Says UN," Department of Economic and Social Affairs, May 18, 2018. https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html#:~:text=Projections%20show%20that%20urbanization%2C%20the,and%20Africa%2C%20according%20to%20a. Accessed on 25 August 2023

[47] "Celebrating Women Protecting Cultural Heritage," World Monuments Fund, n.d. accessed January 4, 2024, https://www.wmf.org/slideshow/celebrating-women-protecting-cultural-heritage.

[48] Bibek Bhandari, "In India, Women-Led Heritage Walks Spotlight Old Delhi's Centuries-Old Colourful 'Twisted' History," South China Morning Post, December 10, 2023. https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3244409/india-women-led-heritage-walks-spotlight-old-delhis-centuries-old-colourful-twisted-history.

[48] Roshne Balasubramanian, "Reclaiming the Night: Chennai's Unique Night Walk Spotlights Women's Historical Contributions and Promotes Safety Dialogues," South First, October 5, 2023. https://thesouthfirst.com/featured/reclaiming-the-night-chennais-unique-night-walk-spotlights-womens-historical-contributions-and-promotes-safety-dialogues/.

[50] I. Anusha Kesarkar Gavankar, "Building Gender-Responsive Cities," Observer Research Foundation, November 7, 2022, https://www.orfonline.org/expert-speak/building-gender-responsive-cities#:~:text=Cities%20become%20discriminatory%20through%20their,and%20involves%20socio%2Dlegal%20implications. accessed on 7 September, 2023.

উত্তর স্পেনের বাস্ক কান্ট্রির রাজধানী বিলবাওয়ে প্রকাশিত প্রসপারিটি অ্যান্ড ইনক্লুসন সিটি সিল অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ড (PICSA) সূচাঙ্কটি শুধুমাত্র একটি শহরের অর্থনৈতিক বিকাশই নয়, জনসংখ্যার মধ্যে এর গুণগত মান এবং বিতরণ দেখাতেও তৈরি করা হয়েছে।

এই সূচাঙ্ক জিডিপি-র বাইরে চলে যাওয়া অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার এক নতুন পরিমাপ প্রদান করে।

একটি অর্থনীতিতে মানুষ কতটা ভালো কাজ করছে এবং কোনটি সবচেয়ে শক্তিশালী জনসংখ্যা তার এক সামগ্রিক বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে।
বিশ্বের 113 টি শহরের মধ্যে বাঙ্গালুর 83তম, দিল্লি ও মুম্বাই যথাক্রমে 101 ও 107তম স্থানে রয়েছে।

ইন্ডিয়া টুডে, এপ্রিল 7, 2022

শিল্প ও প্রযুক্তি

ডিজিটাল লিঙ্গ বিভাজন

মহিলা রচয়িতাদের জন্য নতুন পথ প্রদান করা সুলভ মূল্যের ডিজিটাল প্রযুক্তির উত্থানের পরও ভারতে ডিজিটাল লিঙ্গ বিভাজনের এক বিশাল চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে পুরুষের তুলনায় ভারতীয় মহিলাদের ফোন থাকার সম্ভাবনা 15 শতাংশ কম, এবং মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করার সম্ভাবনা 33 শতাংশ কম।[51]

ডিজিটাল লিঙ্গ বিভাজন তিনটি মূল কারণের দ্বারা প্রভাবিত:

- গ্রাম-শহর বিভাজন, যেখানে জাতীয় চিত্র হল 51 শতাংশের তুলনায় গ্রামীণ ব্রড ব্যান্ডের প্রবেশ মাত্র 29 শতাংশ। গ্রামীণ মহিলাদের মোবাইল ফোন থাকার সম্ভাবনাও কম।
- অর্থনৈতিক বৈষম্য ডিজিটাল বিভাজনকে তীব্র করে তুলেছে, নিম্নআয়ের পরিবারগুলি তাদের মাসিক উপার্জনের প্রায় 3 শতাংশ ডেটা চার্জের উপর ব্যয় করে, অন্যদিকে মধ্য আয়ের পরিবারগুলির এই ব্যয় মাত্র 0.02 শতাংশ।
- মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক ধারণাগুলির দ্বারা পরিচালিত ঘরোয়া বৈষম্য মহিলাদের ডিজিটাল প্রযুক্তিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আরও বেশি বাধার সৃষ্টি করে।[52]

Accenture-এর ডিজিটাল ফ্লুয়েন্সি মডেল শিক্ষা[53], নিয়োগ এবং কেরিয়ারের অগ্রগতির উপর মহিলাদের ডিজিটাল দক্ষতার ইতিবাচক প্রভাবের উপর আলোকপাত করে। তবে, অ্যাকসেঞ্চর-এর এক রিপোর্ট-'গেটিং টু ইক্যুয়াল: হাউ ডিজিটাল ইজ হেল্পিং ক্লোজ দ্য জেন্ডার গ্যাপ অ্যাট ওয়ার্ক,'-এ দেখা গেছে যে 26 টি দেশের মধ্যে ভারতের ডিজিটাল ফ্লুয়েন্সির স্কোর সর্বনিম্ন। UNDP-র ডিজিটাল সাক্ষরতার সংক্রান্ত 2021 সালের এক রিপোর্টে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে ভারতীয় মহিলাদের মাত্র 33 শতাংশ কখনও ইন্টারনেট ব্যবহার করেছে, গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা প্রায় 25 শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে।"[54] ডিজিটাল সাক্ষরতার উন্নতি ঘটলেও ডিজিটাল লিঙ্গ বিভাজন অব্যাহত রয়েছে। ডিজিটাল দক্ষতার ওপরে নির্ভরশীল সৃষ্টিশীল উদ্যোগ এবং পেশাগুলিতে মহিলাদের পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

[51]Mitali Nikore & Ishita Uppadhayay "India's gendered digital divide: How the absence of digital access is leaving women behind", . Observer Research Foundation. August 22, 2021. https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-gendered-digital-divide/ accessed on 7 September, 2023.

[52]Nikore & Uppadhayay, 'Gender digital divide', ORF

[53]Digital Fluency is the ability to discover, evaluate, and use information and technology effectively and ethically and is the ability to create something new with these tools.

[54]1. Nadia Rasheed, 'How Digital Literacy Can Bring in More Women to The Workforce," web log, UNDP India (blog). April 27, 2021. https://www.undp.org/india/blog/how-digital-literacy-can-bring-more-women-workforce#:~:text=In%20India%2C%20only%2033%25%20of,figure%20drops%20to%20around%2025%25. Accessed 7 September 2023.

ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং লিঙ্গভিত্তিক হিংসা

2020 সালে ইউনেস্কোর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা মহিলারা সাইবার হয়রানি এবং নির্যাতন বৃদ্ধির আশঙ্কার সম্মুখীন হন। ভারত সহ 125 টি দেশের 900 জনেরও বেশি সাংবাদিকের অনলাইন হিংসার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। 73 শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছিলেন যে তাঁরা শারীরিক ও যৌন হিংসার হুমকি সহ অনলাইন হিংসার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। মাত্র 25 শতাংশ তাঁদের নিয়োগকারীদের কাছে এই ঘটনা সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কোনও উৎসাহজনক প্রতিক্রিয়া পাননি। উত্তরদাতারা বলেছিলেন, অনলাইন হিংসার ফলে তাঁরা নিজেদের চাকরি এমনকি সাংবাদিকতাও পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিলেন।[55]

ডেটিং অ্যাপ বাম্বল-এর দ্বারা দেশব্যাপী এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে 83 শতাংশ ভারতীয় মহিলাকে অনলাইন হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।[56]

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (NCRB) 2021 সালে 10,730 টি ঘটনার রিপোর্ট করেছিল, মূলত এই ঘটনাগুলি সাইবার ব্ল্যাকমেল, হুমকি, পর্নোগ্রাফি, স্টাকিং, গুন্ডাগিরি এবং মানহানির মধ্যে পড়ে। ভারতে সাইবার হয়রানি এবং নারীর ওপর অনলাইন হিংসাকে বিভিন্ন আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000; ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, 1860, সেকশন 354A-যৌন হয়রানি, সেকশন 503-অপরাধমূলক ভয় দেখানো, এবং সেকশন 509; যৌন অপরাধ থেকে শিশু সুরক্ষা (POSCO) আইন, 2012; ফৌজদারি আইন (সংশোধনী) আইন, 2013। আইনি ব্যবস্থাগুলির ফলপ্রসূ রূপায়ণের জন্য মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, অভিযোগ প্রক্রিয়া সহজ করা এবং তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ বৃদ্ধি করাটা NCRB-এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।[57]

শিল্প, প্রযুক্তি এবং কর্মসংস্থান:

ডিজিটাল প্রযুক্তির বৃদ্ধি শিল্পের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থাপনের সুযোগ সম্প্রসারিত করেছে। 2021 সালের আমেরিকার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে "এই সময়কালে (জানুয়ারি-এপ্রিল, 2021) প্রায় 22,500 জন শিল্পী চাকরি পেয়েছিলেন হয়েছিল, এবং এর মধ্যে 1%-এরও বেশি (2400) উচ্চ বেতনের চাকরি, যার বার্ষিক বেতন 100K, এবং এগুলির মধ্যে 3%-এরও বেশি (7515) মধ্যম বেতনের চাকরি, যার বেতন 65K ছিল। 60K-এরও অধিক বার্ষিক বেতন লাভ করা শিল্প চাকরির অধিকাংশই (66%) ডিজিটাল আর্টের সাথে জড়িত এবং সেগুলি প্রযুক্তি ক্ষেত্র থেকে এসেছিল। ডিজিটাল আর্টের চাকরিগুলি শুধুমাত্র বৃহৎ শহরগুলির চারপাশেই নয়, সমগ্র দেশেই রয়েছে।"[58] ডিজিটাল আর্ট নমনীয়তা, সহজ প্রকাশন, বহনযোগ্যতা, মুদ্রণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা প্রদান করে।

ভারতের ডিজিটাল শিল্পীরা জানিয়েছেন যে প্রযুক্তি, ওয়েব এবং গ্রাফিক ডিজাইনারের মতো ভূমিকায় নিয়োগের সুবিধা বেশি। মহিলা ডিজিটাল শিল্পীদের জন্য এই সুযোগগুলির সহজলভ্যতা এখনও পরিষ্কার নয়। শিল্প ও সংস্কৃতির পেশায় মহিলারা প্রায়ই ফ্রিল্যান্স করেন, যদিও বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে এবং শিক্ষা ও তথ্য কম থাকা মহিলাদের ডিজিটাল লিঙ্গ বিভাজনের জন্য শিল্প ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উপস্থিতি সীমিত হতে পারে। এই ধারণাগুলির প্রমাণ দিতে আরও গবেষণা ও প্রমাণের প্রয়োজন।

AI সৃষ্ট শিল্প এবং AI সহায়ক শিল্পের মাধ্যমে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) শিল্প জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মঞ্চের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট 2022-এ দেখা গিয়েছিল এআই AI কর্মশক্তির মাত্র 22 শতাংশ মহিলা। ভারতে STEM স্নাতকের 43 শতাংশ মহিলা। তবে এই ক্ষেত্রের বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে তাঁরা মোট STEM কর্মশক্তির মাত্র 28 শতাংশ।[59] এমনকি বিখ্যাত টেক-কেন্দ্রিক গ্লোবাল কর্পোরেশনগুলিতে মহিলা এআই বিশেষজ্ঞের অনুপাত 10-15 শতাংশের মধ্যে রয়েছে। নেস্টার এক গবেষণা ইঙ্গিত দিয়েছে যে arXiv[60]-এ এআই গবেষণামূলক প্রকাশনার মাত্র 13.83 শতাংশ মহিলা লেখক।[61]

শিল্পীদের নতুন সৃষ্টিশীল সম্ভাবনা প্রদান করে এআই, কিন্তু উদীয়মান চিন্তাগুলির মধ্যে মেশিন লার্নিং-এর সময় হওয়া লিঙ্গ পক্ষপাতিত্বও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[62] যেহেতু মেশিন লার্নিং মানুষ পরিচালনা করে, তাই এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা ব্যক্তিগত পক্ষপাত নিয়ে আসে। এর ফলে ডেটা সেটে বৈচিত্র্যের অভাব হতে পারে, যা পক্ষপাতিত্বকে ভুল দিকে পরিচালিত করে, কুসংস্কার এবং বৈষম্যের সম্ভাবনা বাড়ায় ও স্থায়ী করে।[63] এর উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে মহিলাদের মধ্যে লিঙ্গ সচেতনতার অভাব, এআই ডিজাইন প্রভাবিত ক্রেডিট স্কোরিং অথবা পক্ষপাতিত্বমূলক এআই-রিক্রুটিং টুল।[64]

[55] Julie Posetti et al., publication, Online Violence Against Women Journalists A Global Snapshot of Incidence and Impacts (UNESCO, 2020), https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375136. Accessed 29 January 2024

[56] "Bumble India Safety Guide: How to Identify and Report Online Harassment," Bumble, 2022, https://bumble.com/en-in/the-buzz/safety-center-bumble-india. Accessed on 7 September 2023

[57] "Harassment Of Women In Digital Space; A Challenging Issue For Law Enforcement", Misha, Legal Service India E-Journal, n.d. Accessed 7 September 2023, https://www.legalserviceindia.com/legal/article-10742-harassment-of-women-in-digital-space-a-challenging-issue-for-law-enforcement.html [58] Vivian Wang and Dali Wang, rep., The Impact of the Increasing Popularity of Digital Art on the Current Job Market for Artists (Art and Design Review, 2021), https://www.scirp.org/pdf/adr_2021072114171398.pdf. accessed on 9 October 2023

[59] Aditya Krishnan, "Indian Women in STEM: Are They Underrepresented?," Economic Times, April 28, 2023, accessed October 9, 2023, https://etinsights.et-edge.com/indian-women-in-stem-are-they-underrepresented/...

[60] arXiv is a free distribution service and an open-access archive for nearly 2.4 million scholarly articles in the fields of physics, mathematics, computer science, quantitative biology, quantitative finance, statistics, electrical engineering and systems science, and economics. https://arxiv.org/

[61] Kostas Stathoulopoulos and Juan Mateos-Garcia, publication, Gender Diversity in AI Research (Nesta, July 2019), https://media.nesta.org.uk/documents/Gender_Diversity_in_AI_Research.pdf. Accessed on 10 October 2023

[62] Machine learning is a branch of artificial intelligence (AI) and computer science which focuses on the use of data and algorithms to imitate the way that humans learn, gradually improving its accuracy. https://www.ibm.com/topics/machine-learning

[63] "Gender and AI: Addressing Bias in Artificial Intelligence," International Women's Day, accessed February 2, 2024, https://www.internationalwomensday.com/Missions/14458/Gender-and-AI-Addressing-bias-in-artificial-intelligence.

[64] Parvathy Krishnan, Rama Devi Lanka, and Swetha Kolluri, "Is AI Industry Gender-Blind?," Businessline, February 10, 2023, https://www.thehindubusinessline.com/opinion/is-ai-industry-gender-blind/article66494829.ece. Accessed on 10 October 2023

AI-এর জন্য ভারতের জাতীয় কৌশল:

- এটি অন্তর্ভুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, এবং #AIFORALL-এর ধারণাটি প্রচার করে।
- এই কর্মসূচির অধীনে তেলেঙ্গানা 100,000 ছাত্র-ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে, যেখানে AI এবং ডেটা সায়েন্স-এর ক্ষেত্রে দুর্বল প্রেক্ষাপটের মেয়েদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্যে 5,000-এরও বেশি মেয়েকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- এছাড়াও তেলেঙ্গানার গ্রামীণ মহিলাদের রাজস্থানের তিনটি গ্রামীণ ডেটা অ্যানোটেশন সেন্টারে প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ করা হয়েছে।
- সরকার হায়দরাবাদের মহিলা উদ্যোগীদের জন্য একটি ইনকিউবেটর ওয়েব-হাব প্রচার করেছিল, যা ডেটা সায়েন্স এবং AI-এ 13 থেকে 17 বছর বয়সের 700-রও বেশি মেয়েকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

AI এবং লিঙ্গ সমতা,
দৃষ্টি আইএএস দৈনিক আপডেট, 13 ফেব্রুয়ারি 2023

শিল্প, প্রযুক্তি এবং লিঙ্গ সক্রিয়তা

"আর্ট অফ রেজিস্ট্যান্স ডিজিটাল যুগে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। এখন শিল্পীদের হাতে প্রকাশ্য ও মুক্ত স্থান রয়েছে, যেখানে তাঁরা নিজেদের কাজ দেখাতে পারেন। সেন্সরশিপের হুমকি থেকে পথের বাইরে এবং বেনামে থাকার ব্যবস্থার জন্য এখন বহু শিল্পী নিজেদের কণ্ঠস্বর তীব্র করতে শুরু করেছেন।"[65]

–2020 সালের আগস্ট মাসে সিটিজেন-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধ অনুযায়ী,

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে 'প্রতিবাদী শিল্পের প্রসার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে–এটা এমন একটি শিল্প যা স্বতঃস্ফূর্ত, সাম্প্রতিক এবং সর্বব্যাপী।[66] ওপেন সোর্স টুলগুলিও শিল্পী ও ডিজাইনারদের নিজস্ব শিল্পকর্মকে তাঁদের কর্মীদের সঙ্গে দ্রুত শেয়ার করা সম্ভব করে তুলেছে।[67] মহিলা ডিজিটাল শিল্পীরা নিজেদের শিল্পকলাকে ভয়েস স্টোরি ও অভিজ্ঞতার জন্য ব্যবহার করছেন, যা পিতৃতন্ত্র ও কুসংস্কারকে চ্যালেঞ্জ জানায়। তাঁরা যৌনগন্ধী অফিস জোক, স্যাডিজম, বডি শেমিং, জেন্ডার ফ্লুয়িডিটি, যৌন হয়রানি এবং জাতপাতের মতো বিষয়গুলিকে আলোচনায় আনেন।[68]

[65]Kivleen Sahni, "Bring It On – Digital Art Storms the Internet in India." The Citizen, accessed October 10, 2023, https://www.thecitizen.in/index.php/en/NewsDetail/index/16/19180/Bring-It-On—Digital-Art-Storms-the-Internet-in-India.

[66]Supriya Roychoudhury, "The Art of Resistance: When Imagination Meets Technology at Protests from India to Chile," Scroll.in, accessed November 7, 2023, https://scroll.in/article/954091/the-art-of-resistance-when-imagination-meets-technology-at-protests-from-india-to-chile.

[67]1. Ritupriya Basu, "How Designers in India Turned Digital Tools into Virtual Grounds of Activism," Ritupriya Basu, July 15, 2020, https://www.ritupriyabasu.com/features/2022/2/28/how-designers-in-india-turned-digital-tools-into-virtual-grounds-of-activism. Accessed on 2 February 2024

[68]Sahni, "Digital Art Storms the Internet in India"

উৎসব এবং প্রদর্শনী

উৎসব এবং প্রদর্শনী হলো ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির দৃশ্যপটের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং লিঙ্গ বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে এটা কাছ থেকে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জয়পুর সাহিত্য উৎসব, কোচি মজুরিস প্রদর্শনী, এবং ভেনিস প্রদর্শনীর মতো আয়োজক শহরের নামেই প্রায়শ এগুলির নামকরণ করা হয়।

> **"শিল্প মহোৎসবের সঙ্গে শহরগুলির নাম জড়িত করার বিষয়টি বিশেষত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়"।[69]**

কিছু অগ্রগতির পরও উৎসব ও প্রদর্শনীগুলিতে লিঙ্গ বৈষম্য যে অব্যাহত রয়ে গেছে তা নিয়ে UNESCO-র বিশ্বব্যাপী গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে। 2019 সালে 60টি বড় চলচ্চিত্র মহোৎসবের বিশ্লেষণে দেখা গেয়েছিল যে মূল চলচ্চিত্র শাখার জন্য মাত্র 33 শতাংশ পুরস্কার মহিলা শিল্পী ও প্রযোজকদের প্রদান করা হয়েছে। তবে ইলেকট্রনিক সঙ্গীত মহোৎসবে মহিলা শিল্পীর অনুপাত 2016 সালের 15 শতাংশ থেকে 2019 সালে 25 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবু এখনও ফারাক কমেনি।[70]

সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে মহিলাদের অংশগ্রহণ আরও একটি বিষয় তুলে ধরে। চেন্নাই ফটো প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাপক শুচি কাপুর এই কথায় গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন যে "এখানে উল্লেখ্য বিষয়টি হলো শুধুমাত্র মহিলা শিল্পীরাই নন, দর্শকের মধ্যেও মহিলাদের শতকরা হার-তাঁদের ভ্রমণ, থাকা এবং এই সমস্ত অনুষ্ঠান অথবা উৎসবে অংশগ্রহণের ক্ষমতা সীমিত। উদাহরণ হিসেবে চেন্নাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মহিলাদের সংখ্যা খুব কম অথবা নগণ্য, এবং শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে যাতে আরও বেশি স্থানীয় মহিলাকে নির্দ্বিধায় বৃহৎ সংখ্যক শুধু পুরুষদের জন্য আয়োজিত উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়।"

পাবলিক ফান্ডের উৎসবগুলিতে, এবং মহিলা শিল্পী, পরিচালকদের উৎসবে মহিলাদের ভূমিকার অনুপাত যথেষ্ট বেশি। ইস্তানবুল প্রদর্শনী, ভেনিস প্রদর্শনী, শারজা প্রদর্শনী, DAK'ART এবং হাভানা প্রদর্শনী মহিলা পরিচালক ও মহিলা শিল্পীদের অংশগ্রহণে যথেষ্ট অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়।[71]

ভারতে উৎসব, দ্বিবার্ষিকী ও প্রদর্শনীগুলি বৈচিত্র্যময়, যার মধ্যে থাকে সাহিত্য, শিল্পকলা, ভিজুয়াল এবং পারফর্মিং আর্টস (চলচ্চিত্র, ফটোগ্রাফি, সঙ্গীত ও নৃত্য ইত্যাদি)। এই উৎসবগুলি প্রদর্শনী, অনুষ্ঠান, পর্যটন এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনীতিকে উৎসাহিত করে।[72] উৎসবগুলি শিল্পকলা প্রদর্শন করে, যা সামাজিক প্রতিকূলতাগুলিকে নিয়ে আলোচনার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং সামাজিক সমতা, লিঙ্গ বৈচিত্র্যের (G-Fest, Gender Bender, WoW Festival) মতো বিষয়বস্তুগুলির ওপর আলোকপাত করে, LGBTQ থিম সহ বিভিন্ন ধারণার প্রচার করে (কাশিশ মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল কুইয়ার চলচ্চিত্র মহোৎসব, গোয়া প্রাইড ফেস্টিভ্যাল) এবং দলিত ও আদিবাসী মহিলা, MeToo আন্দোলন থেকে রক্ষা পাওয়া ব্যক্তি এবং কুইয়ার শিল্পীদের জন্য মঞ্চ প্রদান করে।[73]

উৎসব এবং প্রদর্শনীগুলিতে মহিলা ও লিঙ্গ সমস্যাগুলি শৈল্পিক বিষয়বস্তুর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, যদিও উৎসব পরিচালনা, কিউরেশন এবং নেতৃত্বে তাঁদের প্রতিনিধিত্বের প্রেক্ষাপট আরও পরীক্ষার প্রয়োজন। উপলব্ধ তথ্য অকল্পনীয়। উদাহরণ হিসেবে কোচি মুজরিস বিয়েনাল 2018 সালে অনিতা দুবেকে প্রথম মহিলা কিউরেটর হিসেবে নিয়োগ করেছিল।[74]

তবে, কালাঘোড়া উৎসব[75] এবং জয়পুর সাহিত্য উৎসবের[76] আয়োজক কমিটির দিকে চোখ রাখলে আয়োজক কমিটির পর্যায়ে লিঙ্গ বৈচিত্র্য দেখা যায়। তবে উৎসবের ওয়েবসাইটগুলিতে সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ তথ্যগুলি সাধারণত প্রচারমূলক এবং এখানে বিশদ অন্তর্দৃষ্টি ও তথ্যের অভাব দেখা যায়। তাই উৎসব ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনায় লিঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বিশদে বোঝার জন্য শুধু ডেস্ক ভিত্তিক গবেষণার ওপর নির্ভর করাটা যথেষ্ট নয়।

[69] Bernadette Quinn. "Arts Festivals and the City".Urban Studies, Vol. 42. No. 5/6 , Review Issue: Culture-Led Urban Regeneration, 2005, pp. 927-943,

[70] Conor, "Gender & Creativity

[71] Reshaping Policies for Creativity, Addressing Culture As a Global Public Good . UNESCO. 2022. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380491.

[72] Mindy Myunghee Jeon, "Impacts of Festivals and Events." In Routledge eBooks, 32–50, 2020. https://doi.org/10.4324/9780429274398-4., Accessed 28 September 2023

[73] 1. Niharika Ghosh, "Be Proud, Be You: 5 Festivals Celebrating Gender Diversity ," Festivals from India, April 6, 2023, https://www.festivalsfromindia.com/5-inclusive-festivals-celebrating-gender-diversity/. Accessed on 28 September 2023

[74] Lorena Muñoz-Alonso, "Artist Anita Dube Appointed Curator of 2018 Kochi-Muziris Biennale," Artnet, April 4, 2017, https://news.artnet.com/art-world/anita-dube-curator-2018-kochi-muziris-biennale-913853#:~:text=The%20Indian%20artist%20Anita%20Dube,on%20March%2029%20in%20Kochi.913853#:~:text=The%20Indian%20artist%20Anita%20Dube,on%20March%2029%20in%20Kochi.

[75] https://kalaghodaassociation.com/committee/

[76] https://jaipurliteraturefestival.org/team-2023

ব্রিটিশ কাউন্সিল দক্ষিণ এশিয়া ফেস্টিভ্যাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাকাডেমি প্রোগ্রামের লক্ষ্য হলো উৎসবগুলির ইকোসিস্টেম তৈরি করা যাতে সর্বাধিক ইতিবাচক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করা যায়।

অ্যাকাডেমিটি সমগ্র অঞ্চলটির কলা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মধ্যে উৎসবের পরিচালক, প্রতিষ্ঠাপক, উদ্যোগী, এবং সিনিয়র ম্যানেজারদের একত্রিত করে, যাতে লিঙ্গ এবং ইডিআই-এ ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করার এক মঞ্চ সৃষ্টি করা যায়।

মূল শিক্ষার ফলাফলগুলির মধ্যে একটি হলো অংশগ্রহণকারীদের "স্থানীয় এবং বিশ্বব্যাপী প্রত্যাহ্বানগুলির প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য ইকুয়ালিটি, ডাইভার্সিটি এবং ইনক্লুশন (EDI), লিঙ্গ সমতা, এবং পারিপার্শ্বিক সুস্থায়ীত্বের মতো ক্ষেত্রগুলিতে নিজেদের ব্যবসায়িক পদ্ধতিগুলির উপরে সমালোচনাত্মকভাবে প্রতিফলিত করতে" সক্ষম করা।

গবেষণা, তথ্য এবং প্রমাণ

2005 সালে সাংস্কৃতিক প্রকাশের বৈচিত্র্য সম্মেলনে সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল খণ্ডে মহিলাদের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 2005 সালের এই সম্মেলনের অনুচ্ছেদ 7-এ মহিলাদের বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তাগুলি বিবেচনা করতে দলগুলিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। অন্যদিকে শিল্পীর মর্যাদা সম্পর্কিত সুপারিশের অনুচ্ছেদ 4(1980)-এ দলগুলির প্রতি মহিলাদের সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব এবং গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। 2005 সম্মেলনের নিরীক্ষণ পরিকাঠামোটি এই ক্ষেত্রগুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব এবং প্রবেশের মূল্যায়ন নজরদারি ব্যবস্থা সহ সংস্কৃতি ও সংবাদ মাধ্যম ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতাকে প্রসারিত করার নীতির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব আরোপ করেছে।[77]

এর মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার দিকে অগ্রগতি চিহ্নিত, অনুসরণ এবং পরিমাপ করতে তথ্য, গবেষণা আর প্রমাণের গুরুত্বকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এটি এই রিপোর্টে পাওয়া মূল ফাঁকগুলির অন্যতম একটি।

UNESCO-র 2021 সালের রিপোর্ট জেন্ডার অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি, প্রোগ্রেস অন দ্য প্রিসিপিস সংস্কৃতি ও সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিরীক্ষণ করতে উন্নত তথ্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিভিন্ন সংস্থা এই ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করেছে, যদিও জ্ঞাত নীতি পরিবর্তনের জন্য সক্ষম বিস্তৃত এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এখনও অনেক কিছু করার রয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে লিঙ্গ বৈষম্যের মূল কারণগুলি জানার জন্য পরিমাণগত এবং গুণগত সূচক ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের নতুন পদ্ধতি প্রয়োজন।"

এই রিপোর্টে

- সংস্কৃতি ও সৃষ্টিশীলতায় মহিলাদের অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব এবং উন্নতি
- লিঙ্গ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র অনুযায়ী বিভাজিত শিল্পীদের সরকারি জাতীয় নথিভুক্তি
- শৈল্পিক অভিব্যক্তির ওপর আক্রমণ
- নন-বায়নারি লিঙ্গ এবং লিঙ্গ বৈচিত্র্যের ওপর তথ্যের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।[78]

[77]UNESCO, "ReShaping Policies For Creativity, Addressing culture as a global public good", 2022, Accessed 28 September, 2023. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380474

[78]Conor, Gender & Creativity

ভারতের সাংস্কৃতিক এবং সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সম্পর্কিত পরিমাণগত ও গুণগত সীমিত উপলব্ধতা এই লিঙ্গ বিশ্লেষণের সময় প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছিল। কিছু ব্যবধানের মধ্যে রয়েছে:

01

সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল শিল্প ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার ওপর ইউনেস্কোর গবেষণা সম্পর্কে এখানে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইউনেস্কোর গবেষণা বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করলেও ভারতের জন্য নির্দিষ্ট সমতুল্য তথ্য এবং অন্তর্দৃষ্টি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

02

2019-20 সালের শেষে হওয়া হস্তচালিত জনগণনা হলো সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ জনগণনার শেষ তথ্য। বিশেষত দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থায় অতিমারীর নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনা করলে এটা একটা প্রতিকূলতার ছবি স্পষ্ট করেছে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের নিজস্ব টেকিং দ্য টেম্পারেচার ফাইনাল রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে লকডাউন এবং সামাজিক দূরত্বের ব্যবস্থা এবং চুক্তি বন্ধ করার ফলে ক্ষুদ্র-ছোট-মাঝারি উদ্যোগ (MSME) ক্ষেত্রের 88 শতাংশের পাশাপাশি সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রের দক্ষ ফ্রিল্যান্স কর্মশক্তির ওপর কঠোর প্রভাব পড়েছিল। এখানে উপার্জিত আয়ের 51 শতাংশ ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রের কর্মশক্তির 44 শতাংশ এখন স্বনিয়োজিত হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এমন ধরনের উন্নত এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকা জরুরি যা নীতি ও কর্মসূচির প্রভাব সম্পর্কে জানাতে পারে।

03

বিশ্ব অথবা পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারতের খুব কম তথ্য ছিল। এমন ক্ষেত্রে আমরা বিশেষত সঙ্গীত এবং সংগ্রাহালয়ের মতো ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার চারপাশের তথ্য সংগ্রহ করতে অনুষ্ঠান, প্যানেল আলোচনা, সূচনা এবং উৎসবের খবরের প্রতিবেদনের ওপরেই নির্ভর করেছিলাম।

04

বস্ত্র মন্ত্রকের দ্বারা প্রকাশিত চতুর্থ সর্বভারতীয় হস্তচালিত জনগণনা 2019-20-এ ভারত সরকার মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি দেখা গেছে। হস্তচালিত বয়নকারী সংখ্যার শীর্ষ পর্যায়ের তথ্য ছিল গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে লিঙ্গ বিভাজন করা, এবং এর মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির তথ্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে সামাজিক গোষ্ঠী, ধর্ম, বসবাসের ধরণ এবং শিক্ষার স্তরের মতো অন্যান্য বিভিন্ন মাপকাঠির মধ্যে বিশদ লিঙ্গ বিভাজন হয় অনুপস্থিত অথবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

05

বস্ত্র শিল্পের মহিলা শ্রমিকের ওপরে গবেষণা, তথ্য এবং প্রমাণ বেশি সুলভ। এর একটি কারণ হতে পারে, 2013 সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে রানা প্লাজা কারখানা ভেঙে পড়া। এই ঘটনাটি মহিলা বস্ত্র শ্রমিকের কর্ম পরিস্থিতির প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, যার ফলে আইএলও এবং আন্তর্জাতিক পোশাক কোম্পানিগুলির মতো সংস্থাগুলি এই বিষয়ে অধিক প্রমাণ ও তথ্য জানার ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

06

প্রায় 500 বিলিয়ন টাকার ভারতীয় প্রকাশন শিল্পটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প, এবং 2024 সালের মধ্যে এর মূল্য 800 বিলিয়ন টাকা হবে বলে আশা করা হয়েছে। মহিলা লেখিকাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরও উপলব্ধ তথ্যে অর্থনীতিতে তাঁদের ভূমিকা এবং অবদান সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টির অভাব রয়েছে। এমনকি বিশ্বব্যাপী বাজার গবেষণা সংস্থাগুলির সমীক্ষাতেও ভারতীয় প্রকাশন অর্থনীতিতে মহিলাদের উপস্থিতি, প্রতিনিধিত্ব অথবা অবদান সম্পর্কে সীমিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

ভারতের সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়গুলির ওপর নির্ভরযোগ্য তথ্য বার করা প্রতিকূলতাগুলি (1) লিঙ্গ সংক্রান্ত বিষয়গুলির ওপর প্রাসঙ্গিক গবেষণামূলক তথ্য ও প্রমাণ তৈরির জন্য নীতি নির্ধারক, ব্যবহারকারী এবং চিন্তাশীল নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে। এই ধরনের রিপোর্টগুলি ক্ষেত্রটিতে লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়গুলির এক বিশাল উপলব্ধির জন্য খুব প্রয়োজনীয়, যা এই রিপোর্টে উল্লেখিত নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে অবগত পারে এবং কৌশল ও কর্মসূচি বিকাশে সাহায্য করতে পারে।

03

প্রবণতার বিশ্লেষণ

সেকশন ২ –এই ক্ষেত্রটির ওপর গবেষণা কয়েকটি প্রচলিত প্রবণতা প্রকাশ করেছে:

01 অংশগ্রহণ

মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রায়ই ফ্রিল্যান্স, অংশকালীন অথবা চুক্তিভিত্তিক চাকরির মতো দুর্বল কাজের রূপ গ্রহণ করে। এটা হস্তাঁত, বস্ত্র, সাহিত্য, সঙ্গীতের মতো ক্ষেত্রে প্রচলিত।

02 প্রতিনিধিত্ব

কিছু সৃষ্টিশীল পেশায় নেতৃত্বে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের অভাব রয়েছে। আবার মহিলাদের অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব আছে যেগুলিতে খুব বেশি বেতন পাওয়া যায় না–যেমন লেখক, টাইপসেটার, পর্যালোচক, ব্লগার এবং প্রচারকসহ আরও কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

03 স্বীকৃতি

মহিলা শিল্পীদের শৈল্পিক ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতির অভাব অথবা দেরি হওয়াটা সুস্পষ্ট, যা মহিলাদের বিরল প্রতিনিধিত্ব থাকা বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার এবং প্রশংসায় দেখা যায়।

04 নীতি রূপায়ণ

নীতি এবং তা রূপায়ণের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। ব্যবসা এবং মানব অধিকার সম্পদ কেন্দ্রের 2022 সালের এক সমীক্ষায় ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের মহিলাদের কর্ম পরিস্থিতি পরীক্ষা করা হয়েছিল। এখানে কম করেও 12টি গ্লোবাল ফ্যাশন ব্র্যান্ডের সরবরাহ করা কারখানাগুলিতে নিয়মিতভাবে শারীরিক ও মৌখিক নির্যাতন, অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্য বাধ্য করা, COVID-19 এর সতর্কতা অবলম্বনের অভাব, বিরতি প্রদানে অস্বীকার করার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। অথচ এই সব ব্র্যান্ডের বিশেষত হয়রানি এবং নির্যাতন ও লিঙ্গভিত্তিক হিংসার বিরুদ্ধে নীতিগত প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

5 কেরিয়ারের অগ্রগতি

লিঙ্গবৈষম্য সুযোগ লাভ করা এবং কেরিয়ারের অগ্রগতিতে বাধা দেয়। এটা উৎসবগুলিতে মহিলা সঙ্গীত শিল্পী, সংগ্রহ ও প্রদর্শনীতে মহিলা শিল্পী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকায় মহিলা এগজিকিউটিভদের প্রতিনিধিত্বে কম দেখা যায়।

06 বেতনের ব্যবধান

লিঙ্গবৈষম্য বেতনের ব্যবধান স্থায়ী করে। এই অবস্থা এখনও চলছে। বিশেষত হস্তাঁত ও পরম্পরাগত প্রকাশন ক্ষেত্রে মহিলাদের কাজকে প্রায়ই কম মূল্য দেওয়া হয় অথবা 'কম দক্ষ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

07 ভূমিকা

ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মহিলারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। যদিও এই ক্ষেত্রের সামগ্রিক সংখ্যা উপলব্ধ নয়, কয়েকটি ব্যক্তিগত ক্ষেত্র বিশেষত নিম্ন পর্যায়ে মহিলাদের উদ্বেগজনক অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব দেখিয়েছে। উদাহরণ: হস্তাঁত ও বস্ত্র ক্ষেত্রে প্রায় 70 শতাংশ মহিলা।

08 অর্থ

নিজেদের সৃষ্টিশীল উদ্যোগগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের আর্থিক সাহায্য লাভ করা খুবই অসুবিধাজনক ব্যাপার। কিছু সীমাবদ্ধতার জন্য MSME ক্ষেত্রের মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থিক সাহায্য লাভে বৃহৎ বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

09 হিংসা এবং হয়রানি

লিঙ্গভিত্তিক হিংসার পরিসর বিস্তৃত, যা বিভিন্ন সৃষ্টিশীল পেশাকে প্রভাবিত করে। পোশাক ক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের খবর পাওয়া গেছে, সঙ্গীত জগতের মহিলাদেরও নানা অভিযোগ রয়েছে, অন্যদিকে ডিজিটাল শিল্পীরা সাইবার হুমকি ও অনলাইন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

10 ডিজিটাল বিভাজন

দারিদ্র্য, গ্রাম-শহর বিভাজন, পিতৃতন্ত্র এবং সাংস্কৃতিক নীতির মতো কারণের দ্বারা প্রভাবিত ডিজিটাল লিঙ্গ বিভাজন সৃষ্টিশীল অর্থনীতিতে মহিলাদের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে। এটা তাঁদের ডিজিটাল প্রযুক্তির উপলব্ধতা এবং অগ্রগতিকে আরও বেশি বাধা দেয়, যার ফলে মহিলা শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টিশীল কেরিয়ারে বাধা পান।

ইতিবাচক প্রবণতা

নির্দিষ্ট উদ্যোগগুলিতে লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে অবদান রাখা ইতিবাচক প্রবণতাগুলির উত্থান ঘটেছে। নিচে কিছু প্রবণতার উল্লেখ করা হলো:

01 অ্যাকাউন্টিং, বিক্রি এবং উৎপাদনে ভূমিকা গ্রহণকারী মহিলাদের সঙ্গে প্রকাশন কর্মশক্তির লিঙ্গ সচেতনতা নির্মানের পাশাপাশি রিটেল বুক চেনের ডিস্ট্রিবিউটর এবং ক্রেতা হয়ে ওঠা। একই সময়ে সম্পাদনা বিভাগে কাজ করা পুরুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

02 ওয়াইল্ড সিটির মতো কিছু উৎসব আয়োজকরাও সচেতনভাবে লিঙ্গ ভারসাম্যহীনতার মোকাবিলা করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ওয়াইল্ড সিটির লক্ষ্য ছিল রাজস্থানের ম্যাগনেটিক ফিল্ডস ফেস্টিভ্যালে তাদের লাইন আপে মহিলা শিল্পীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা।

03 ভারতের সংগ্রাহালয় ক্ষেত্রের প্রায় 10 শতাংশ ধরে রাখা বেসরকারিভাবে পরিচালিত সংগ্রাহালয়গুলি নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মহিলাদের তুলে ধরতে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে।

04 তিরুবনন্তপুরম, হায়দরাবাদ এবং দিল্লির মতো কিছু শহরে থিম পার্ক, স্তন্যপান করানোর কিওস্ক, শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য অটো পরিষেবা এবং এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের জন্য শৌচালয়ের সুবিধার মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে লিঙ্গ সংবেদনশীল নগর পরিকল্পনায় অগ্রগতি হয়েছে।

05 ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মহিলা নেতৃত্বাধীন পদক্ষেপগুলি প্রাধান্য লাভ করছে, শহরাঞ্চলগুলিতে মহিলাদের ঐতিহ্য এবং আখ্যানগুলি যাতে প্রত্যেকের চোখে পড়ে তার ব্যবস্থা হয়েছে।

এই রিপোর্টের আওতায় আসা অধিকাংশ ক্ষেত্রই শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের গবেষণা, অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রমাণের মাধ্যমে সফল ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

04

স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ

যে কোনও কর্মসূচির সাফল্যের পক্ষে স্টেকহোল্ডার এবং অংশীদাররা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা বৈচিত্র্যময় শক্তি, অগ্রাধিকার এবং নেটওয়ার্কে অবদান রেখে আসছেন, এসব একত্রিত হলে লিঙ্গ সমতা অর্জনের কাজটি দ্রুত হবে। লিঙ্গ দৃষ্টিকোণ থেকে স্টেকহোল্ডারদের অগ্রাধিকার এবং কার্যকলাপগুলি ভালো করে বুঝতে পারাটা এই বিশ্লেষণের একটি মূল অংশ। এখানে তালিকাভুক্ত স্টেকহোল্ডার শুধু তারাই, যাদের সঙ্গে ব্রিটিশ কাউন্সিল নিয়মিতভাবে যুক্ত থাকে।

ভারত সরকারের স্টেকহোল্ডাররা

সৃজনশীল ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এমন একাধিক সরকারি নীতি ও কর্মসূচি রয়েছে, যেগুলির অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির প্রচণ্ড সম্ভাবনা রয়েছে। সংস্কৃতি কর্মগোষ্ঠীর অধীনে সম্প্রতি G20-র বৈঠকের সময়েও এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হয়েছিল। ভারতের G20 অধ্যক্ষতার অধীনে প্রস্তুত করা 'G20 কালচার: শেপিং দ্য গ্লোবাল ন্যারেটিভ ফর ইনক্লুসিভ গ্রোথ' রিপোর্টে "ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণের পথ প্রদর্শনের জন্য বিস্তৃত সাংস্কৃতিক পরিবেশের নকশা তৈরি'' করার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এখন ভারতে সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের দ্বারা পরিচালিত কোনও বিস্তৃত শিল্পকলা ও সংস্কৃতি নীতি নেই। তবে সৃষ্টিশীল এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত বেশ কয়েকটি নীতি রয়েছে যেগুলি বিভিন্ন মন্ত্রকে অনুসরণ করা হয় এবং সেগুলি লিঙ্গ সংহতির সুযোগ প্রদান করে। এগুলির মধ্যে কয়েকটির বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে:

সাংস্কৃতিক মন্ত্রক

সাংস্কৃতিক মন্ত্রক 'ভারতের অপরিচিত ঐতিহ্য এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরম্পরা রক্ষার প্রকল্প' শীর্ষক একটি স্কিম তৈরি করেছে, যার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী, ব্যক্তি, চিহ্নিত non-MOC প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, গবেষক এবং বিদ্যোৎসাহীদের পুনরায় সজীব ও পুনরুজ্জীবিত করা-যাতে তারা ভারতের সমৃদ্ধ অপরিচিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করে তুলতে, সুরক্ষা দিতে, সংরক্ষণ এবং প্রচারের কাজে/প্রকল্পে জড়িত হতে পারে।[৭৯]

বস্ত্র মন্ত্রক

জাতীয় বস্ত্র নীতি 2000[৮০]এর প্রস্তাবনায় গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলে বিশেষত মহিলাদের জন্য কৃষি, শিল্প, সংগঠিত, এবং বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষেত্রে নিয়োগ সৃষ্টির গুরুত্ব এবং সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে নতুন বস্ত্র নীতি 2021[৮১]-এ আরও উন্নত নিয়োগের সুযোগ তৈরির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রটির মধ্যে লিঙ্গ সমস্যার নির্দিষ্ট তথ্যসূত্রগুলি শক্তিশালী করা যেতে পারে।

[৭৯] https://www.indiaculture.gov.in/scheme-safeguarding-intangible-cultural-heritage-and-diverse-cultural-traditions-india

[৮০] "National Textile Policy 2000." Ministry of Textiles. https://texmin.nic.in/sites/default/files/policy_2000.pdf.accessed on 18 September 2023

[৮১] "New Textile Policy ," Press Information Bureau , February 12, 2021,
https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1697401#:~:text=In%20the%20budget%202021%2D22,one%20place%20with%20plug%20%26%20play. 18 July 2023

জাতীয় হস্তচাঁত উন্নয়ন কর্মসূচি (SHG)[82]

2021-2026 25 মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে হস্তচাঁত ক্ষেত্রের গৃহীত ভূমিকাকে উলেখ্য স্বীকৃতি দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে 25 লক্ষ মহিলা তাঁতশিল্পী এবং এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শ্রমিককে নিয়োগ করা হয়েছে। এটিকে সক্রিয় রাখতে এই কর্মসূচি বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা নিম্নরূপ :

- এনএইচডিপি ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (CDP)[83]-এ বয়নশিল্পীদের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতে এসএইচজিগুলি মূলত মহিলা সদস্যদের নিয়ে গঠিত, যারা মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং প্রতিনিধিত্বের জন্য সমষ্টিগত শক্তি ব্যবহার করে।

- CDP-র অধীনে স্বতন্ত্র মহিলারা ওয়ার্ক শেড তৈরির জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন।

- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওপেন স্কুলিং (NIOS/IGNOU)-এর মাধ্যমে NHDP তাঁতশিল্পী এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা প্রদান করে, যেখানে মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য মাশুলে ভর্তুকি পাওয়া যায়। এটি হস্তচাঁত জনগণনার তথ্যের দ্বারা উন্মোচিত ব্যবধানের প্রত্যক্ষ মোকাবিলা করে। উলেখ করা যেতে পারে, হস্তচাঁত জনগণনার তথ্যে দেখা গিয়েছিল যে প্রায় 25 শতাংশ তাঁতশিল্পীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব রয়েছে এবং অতিরিক্ত 14 শতাংশ তাঁতশিল্পী নিজেদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেননি।প্রাথমিক স্কুল সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

শিক্ষা মন্ত্রক

NEP 2020[84] -এর 22 অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য ভারতীয় ভাষা, শিল্পকলা, এবং সংস্কৃতির প্রসারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর দ্বারা স্কুল পর্যায়ে ভাষা, স্থানীয় শিল্পকলা, সঙ্গীত শেখানোর গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়। উচ্চ শিক্ষা স্তরে এই নীতির লক্ষ্য হলো নিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য শিল্প এবং সংগ্রাহালয়, প্রশাসন, পুরাতত্ত্ব, শিল্পকর্ম সংরক্ষণ, গ্রাফিক ডিজাইন, এবং ওয়েব ডিজাইন সহ ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে উচ্চমানের কর্মসূচি এবং ডিগ্রি প্রদান করা। এই নীতির ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমতাপূর্ণ এবং সার্বিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটা চতুর্দশ অধ্যায়ের পাশাপাশি পড়তে হবে, যেখানে উচ্চ শিক্ষায় সমতার কথা বলা হয়েছে। এনইপি 2020 সংস্কৃতি এবং লিঙ্গ সমস্যার অন্তর্ভুক্ত কলা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লিঙ্গের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগের জন্য এক বড় সুযোগ তৈরি করে।

[82 & 83] "COMPERHENSIVE HANDICRAFTS I' CLUSTER DEVELOPMENT SCHEME (CHCDS) GUIDELINES." Development Commissioner (Handicrafts). Accessed July 14, 2023. https://www.handicrafts.nic.in/pdf/Scheme.pdf#page=8.

[84] "National Education Policy 2020." Ministry of Education , 2020. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf. Accessed 18 July 2023

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক

এই মন্ত্রক আরও একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেগুলি গ্রামীণ উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখলেও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চিত আইন 2005 (MGNREGA) নামে একটি ফ্ল্যাগশিপ সরকারি কর্মসূচি সিপিআই মুদ্রাস্ফীতি সূচকে বেকার এবং অদক্ষ কর্মীদের বছর প্রতি 100 দিনের কাজের ব্যবস্থা করে। উপার্জন কম হওয়ার জন্য প্রায় এক দশক আগে বস্ত্র মন্ত্রক হস্তচাঁত শিল্পীদের এমজিএনআরইজিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছিল। বর্তমানে এমজি MGNREGA-এর অধীনে শুধুমাত্র রেশম পালন আওতাভুক্ত করা হয়েছে, যদিও বস্ত্র মন্ত্রক এটিকে বস্ত্র এবং পোশাক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করায় সহায়তা দিয়েছে। যা আগের ক্ষেত্রগুলিতে মহিলাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল।[85]

- দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা অভিযান (NRLM)-এর জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে: (i) আনুষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা সৃষ্টি করা (ii) জীবিকার বৈচিত্র্য এবং শক্তিশালীকরণের জন্য সমর্থন জানানো (iii) প্রাপ্যতা এবং সর্বজনীন পরিষেবার উপলব্ধতা সক্রিয় করা। এই প্রকল্পের অধীনে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের একজন করে সদস্যকে (মহিলা হলে ভালো) SHG নেটওয়ার্কের অধীনে আনা হয় এবং ব্যাঙ্ক লিঙ্কের ব্যবস্থা করা হয়। 2022 সালের ফেব্রুয়ারি মাস অনুযায়ী, এই প্রকল্পটি 28টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (ইউটি)-এর 707টি জেলার 6,789টি ব্লকে রূপায়ণ করা হয়েছে।[৮৬] ভারতের শিল্পকলা ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা দারিদ্র্য এবং জীবিকার বিষয়গুলি NRLM-এর কার্যক্রমগুলির সঙ্গে মিশে যায়। বর্তমানে, জীবিকার মৌলিক স্তরে পৌঁছনোর রাজ্যের দ্বারা প্রদত্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে NRLM গ্রামের দরিদ্রদের জন্য কাজ করছে। এটি বিভিন্ন কারুশিল্প এবং সৃষ্টিশীল শিল্পে জীবিকাকে শক্তিশালী করার এক বড় সুযোগ তৈরি করে। শিল্পকলা ক্ষেত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ডিজাইন এবং মার্কেটিং এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এই কাজ করা যেতে পারে।[87]

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন অভিযান (NSDM)[88]

- ভারতের কলা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের জন্য প্রাসঙ্গিক NSDM-এর তত্ত্বাবধানে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

- NSDM-এর অধীনে প্রশিক্ষণ পরিচালনা সংস্থাকে মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম (NSDC) একান্তভাবে বিশেষত গ্রাম অঞ্চলে মহিলাদের দক্ষতা বিকাশের জন্য কাজ করছে। এই প্রশিক্ষণে ডিজিটাল, অ্যাকাউন্টিং, এবং উদ্যোগীকরণের দক্ষতার আওতায় আনা হয়, যার ফলে মহিলারা নিজেদের ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে সুবিধা লাভ করেন।

- স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের অধীনে: (1) ওড়িশার হামারা বচপন ট্রাস্টের সঙ্গে অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত প্রায় 1500 জন মহিলাকে কর্মসংস্থান এবং উদ্যোগী হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। (2) ইন্ডাস্ট্রি ক্রাফটস ফাউন্ডেশনের সঙ্গে অংশীদারিত্ব কর্ণাটকে 1500 জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায় হয়েছে।

- জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা পরিকাঠামো'র (NSQF) সঙ্গে জোট, যেখানে প্রায় 450টি চাকরির ভূমিকা রয়েছে, যা মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর আলোকপাত করে। স্কিল ইন্ডিয়া উদ্যোগ 4.0-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নতুন যুগের চাকরির ভূমিকা, যেমন, আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্স, 3D প্রিন্টিং, ডেটা অ্যানালিটিক্স ইত্যাদিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেছে।

- মিনিস্ট্রি অফ স্কিল্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আঁত্রেপ্রেনিউরশিপ (MSDE)-এর অধীনে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আঁত্রেপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড স্মল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট (NIESBUD) গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উদ্যোগীকরণ উন্নয়ন কর্মসূচি তৈরি করেছে, যাতে মহিলারা নিজেদের মধ্যে উদ্যোগীকরণের মূল্যবোধ, মনোভাব এবং অনুপ্রেরণা জাগ্রত করে একটি এন্টারপ্রাইজ/গ্রুপ এন্টারপ্রাইজ স্থাপন করতে পারেন। মহিলা উদ্যোক্তাদের প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠানটি লাইভলিহুড বিজনেস ইনকিউবিশন (LBI)[৮৯] পদ্ধতি ব্যবহার করে।

[৮৫]"Textiles Ministry for inclusion of Handloom Weavers under NREGA ." The Economic Times, 2014. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/textiles-ministry-for-inclusion-of-handloom-weavers-under-nrega/articleshow/28848389.cms?from=mdr. Accessed 18 July 2023

[৮৬]National Rural Livelihood Mission (NRLM) Manual for District - Level Functionaries (2017). https://darpg.gov.in/sites/default/files/National%20Rural%20Livilihood%20Mission.pdf. Accessed 19 July 2023

[৮৭]Yaaminey Mubayi, rep., Policy Gaps Study on the Crafts Sector in India (All India Crafts & Craftworkers Welfare Association), accessed July 19, 2023. https://www.aiacaonline.org/wp-content/uploads/2018/06/Final-Policy-Gaps-Study.pdf Accessed 19 July 2023

[৮৮]National Skills Development Mission A Framework for Implementation n.d.. Accessed July 20, 2023. https://www.msde.gov.in/sites/default/files/2019-09/National%20Skill%20Development%20Mission.pdf

[৮৯]Livelihood Business Incubators aim to create jobs at local level and reduce un-employment by creating a favourable ecosystem for entrepreneurial development in the country.

নির্দেশক রাজ্য সরকার

- **রাজস্থান** 2022 সালের নভেম্বর মাসে প্রথম হস্তশিল্প নীতি[৯০] চালু করে, যার মধ্যে চাকরি সৃষ্টি করা, রপ্তানির প্রসার, পরিকাঠামোর উন্নয়ন, কৌশলগত বিপণন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের কারিগরদের ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই নীতিতে গ্রুপ ইনসিওরেন্স এবং স্কলারশিপের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই নীতির মাধ্যমে মহিলা ও মেয়েরা কীভাবে উপকৃত হতে পারে তার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করার সাহায্যে এটা আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে।

- **অসম হস্তশিল্পী নীতি 2022** এর প্রস্তাবনায় মহিলাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: "গ্রামীণ কারিগরদের বিশেষত মহিলা ও সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে স্বনিযুক্তির সুযোগ দিতে হস্তশিল্প ইন্ডাস্ট্রি/এন্টারপ্রাইজ/সম্পর্কিত ইন্ডাস্ট্রির গুরুত্ব রাজ্য স্বীকার করেছে।" এই নীতিতে অন্যান্য বিষয়গুলির পাশাপাশি কারিগরদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা, শিল্পভিত্তিক উদ্যোগগুলিকে উৎসাহিত করা, প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তির সাহায্য প্রদান করা, ভৌগোলিক সূচক (GI)-এর মাধ্যমে পরম্পরাগত জ্ঞান সংরক্ষণ এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা (বীমা প্রকল্প, পরিবার পেনশন, শিক্ষা সাহায্যের মাধ্যমে) ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চতুর্থ হস্তচাঁত জনগণনা 2019-2020 অনুযায়ী আসামে হস্তচাঁত ক্ষেত্রে 1,159,507 জন মহিলা এবং ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের (হস্তশিল্প) কার্যালয়ে 58,114 জন মহিলা হস্তচাঁত শিল্পীকে নথিভুক্ত করা হয়েছে।[৯১] এই ক্ষেত্রে মহিলাদের ওপর নীতিগতভাবে গুরুত্ব আরোপ করায় তা এটাকে আরও বেশি লিঙ্গ সংবেদনশীল করে তুলবে।

[৯০] "Rajasthan's First Handicraft Policy." GK Today, November 8, 2022. https://www.gktoday.in/rajasthans-first-handicraft-policy/ Accessed 20 July 2023

[৯১] "25,46,285 Women Working in Handloom Sector of Textiles Industry," Press Information Bureau (Ministry of Textiles, March 16, 2022), https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1806546., accessed on 22 January 2024

ইউকে সরকারের স্টেকহোল্ডাররা

ইউকে রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন (UKRI)

হলো ব্রিটেনের বিজ্ঞান এবং গবেষণার জন্য জাতীয় পুঁজি প্রদানকারী সংস্থা। UKRI-এর লিঙ্গ সমতা পরিকল্পনা 2022-2026 এ নিযুক্তি এবং কেরিয়ারের অগ্রগতি, নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গবেষণা ও পাঠদানের বিষয়বস্তুতে লিঙ্গ সচেতনাকে মূলধারায় নিয়ে আসা এবং লিঙ্গভিত্তিক হিংসার সঙ্গে মোকাবিলা করার ব্যবস্থাসহ লিঙ্গসাম্যকে প্রসারিত করার জন্য নানা সংস্থায় কাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।[92] UKRI বিভিন্ন কাউন্সিলের সঙ্গে কাজ করে। এর মধ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিল কাজ করে আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ রিসার্চ কাউন্সিল (AHRC)-এর সঙ্গে। AHRC দর্শন এবং সৃষ্টিশীল উদ্যোগ থেকে শুরু করে শিল্পকলা সংরক্ষণ এবং পণ্য ডিজাইন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উৎক্রমানের, স্বতন্ত্র গবেষণার জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়। এএইচআরসি সুযোগের সমতা, বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি-র মূল্যবোধ প্রসারিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 2023 সালে আপডেট করা AHRC-'র সমতা, বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি (EDI) কার্য পরিকল্পনা, 2021-এ অন্তর্ভুক্ত গবেষণা এবং উদ্ভাবন ব্যবস্থাকে লাভজনক করে তোলার লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে। কার্য পরিকল্পনাটিতে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে লিঙ্গ সহ EDI-এর দৃষ্টিকোণ থেকে যে সমস্ত জায়গায় পার্থক্য আনা যায় তার রূপরেখা তৈরি করছে AHRC।[93]

সংস্কৃতি, সংবাদ মাধ্যম এবং ক্রীড়া বিভাগ (DCMS)

সরকারি সমতা কার্যালয় (GEO)-এর তদারকি করে। এটি লিঙ্গ সমতা, যৌন অভিমুখীতা ও ট্রান্সজেন্ডার সমতা সংক্রান্ত নীতির নেতৃত্ব দেয় এবং ব্রিটেন সরকারের সমগ্র সমতা আইন পরিচালনা করে। শিক্ষা বিভাগে মহিলা এবং সমতা সম্পর্কিত মন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করে DCMS। এটা লিঙ্গ সমতার ওপর কাজ করা সংস্থাগুলিকে পুঁজি প্রদান করে। উদাহরণ: হিংসার দ্বারা প্রভাবিত কৃষ্ণাঙ্গ ও সংখ্যালঘু মহিলা ও মেয়েদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ এবং বয়স্ক মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসা[94] প্রতিরোধে এই সংস্থা কমিক রিলিফের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে। এছাড়াও FTSE বোর্ডে[95] লিঙ্গ সমতা ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি মোকাবিলা করার পদক্ষেপে কাজ করে।

ইউকে-এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি

এডিনবার্গ নেপিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের

ওয়েবসাইটে তাদের সমতা, বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি (EDI)-এর তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। তাদের 'প্রশস্ত অংশগ্রহণ' কৌশল (2016-2020) লিঙ্গ এবং আন্তঃবিভাগীয়তা সহ সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকার করে। এই কৌশলে বিভিন্ন শিক্ষাগত স্তরে লিঙ্গ কুসংস্কারগুলিকে লক্ষ্য করে কর্মশালা এবং সম্পদের পাইলট পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করে। এই প্রতিশ্রুতিই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত অংশীদারদের আলোচনায় টেনে এনেছে। এর পাশাপাশি রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টির লিঙ্গ সমতা কার্য পরিকল্পনা 2021-2025। যার আওতায় এসেছে নেতৃত্বে মহিলা প্রতিনিধিত্ব, কর্মনীতিতে নমনীয়তা, ছাত্র সংগঠনে লিঙ্গ ভারসাম্যহীনতার মোকাবিলা এবং লিঙ্গভিত্তিক হিংসা সহ নয়টি বিষয়।[96]

ইউনির্ভাসিটি অফ দ্য আর্টস লন্ডন

নিজস্ব ওয়েবসাইটে নিজেদের EDI উদ্দেশ্য এবং রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, পাশাপাশি সমতা আইন অনুযায়ী বেতনের লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানেরও বিশ্লেষণ করেছে। কিন্তু উপলব্ধ তথ্য লিঙ্গ সমতার পদক্ষেপে অংশীদারদের সঙ্গে বিনিময় করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়টি কৌশলগত অগ্রাধিকার বিষয়ে বিশদ তথ্য প্রদান করে না।[97]

[92] "Gender Equality Plan 2022 to 2026," UK Research and Innovation, July 11, 2022, https://www.ukri.org/publications/ukri-gender-equality-plan/gender-equality-plan-2022-to-2026/#section-work-life-balance-and-organisational-culture-objectives.. Accessed on 25 May 2023

[93] "AHRC equality, diversity and inclusion action plan: research and innovation by everyone, for everyone," UK Research and Innovation, March 14, 2023. https://www.ukri.org/publications/ahrc-equality-diversity-and-inclusion-action-plan/ahrc-equality-diversity-and-inclusion-action-plan-research-and-innovation-by-everyone-for-everyone/#section-ahrc-updated-edi-action-plan.. Accessed on 22 January 2024

[94] "Reports and Publications," Comic Relief, accessed January 22, 2024, https://www.comicrelief.com/funding/reports-and-publications/. Accessed January 22, 2024.

[95] "DCMS Leads the Way in Gender Equality," Diversity UK, July 2, 2014, https://diversityuk.org/dcms-leads-way-gender-equality/. Accessed on

[96] "Equality and Diversity Information ," Equality and Diversity Information, accessed July 20, 2023, https://www.napier.ac.uk/about-us/university-governance/equality-and-diversity-information.. Accessed July 20, 2023.

[97] "Equality Objectives and Reports," University of the Arts London, accessed July 20, 2023, https://www.arts.ac.uk/about-ual/public-information/equality-objectives-and-reports.

অন্যান্য স্টেকহোল্ডার (রাষ্ট্রসংঘের সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসায়িক সংস্থা ইত্যাদি)

UNESCO[98]

লিঙ্গ সমতা ইউনেস্কোর (UNESCO) জন্য এক শীর্ষ বিশ্ব অগ্রাধিকার, যা তাদের লিঙ্গ-নির্দিষ্ট কর্মসূচি এবং লিঙ্গ মূলধারায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। বিশ্বজুড়ে লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর (UNESCO) গৃহীত কয়েকটি পদক্ষেপ নীচে বর্ণনা করা হলো:

- লিঙ্গ ব্যবধানের ওপরে গবেষণা করা এবং বছরের পর বছর ধরে বেশ কয়েকটি প্রকাশনার মাধ্যমে প্রমাণ এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা ং
- ডিজিটাল সৃষ্টিশীল উদ্যোগগুলিতে মেন্টরশিপ, পুঁজি, পরিকাঠামো, এবং সহ-উৎপাদনের সুযোগের মাধ্যমে মহিলা উদ্যোক্তাদের সাহায্য করা
- মহিলা সামরিক কর্মী এবং শান্তিরক্ষীদের সঙ্গে লক্ষ্যভিত্তিক কর্মশালার মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা, সশস্ত্র সংঘাতের সময়ে সাংস্কৃতিক সম্পদ সুরক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া
- 2005 সালে সাংস্কৃতিক প্রকাশের বৈচিত্র্যের সুরক্ষা ও প্রসারের অধিবেশন, বিশ্ব ঐতিহ্য অধিবেশন এবং 2003 সালে অস্পর্শ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষার অধিবেশন সহ নিজের অধিবেশনগুলি সংগঠিত করা।

ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (FICCI)[99]

FICCI ভারতের শিল্পকলা ও সংস্কৃতি উদ্যোগের বৃদ্ধির জন্য নীতিগত পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। এর মাধ্যমে শিল্পকলা এবং কলাক্ষেত্রভিত্তিক বাণিজ্যের ওপরে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা শিল্পকে জাতীয় নীতির কর্মসূচিতে স্থান দেওয়া, উদ্যোগের অংশীদারদের জড়িত করা এবং বেসরকারি ও ব্যক্তিগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করে।

FICCI শিল্প ও সংস্কৃতির ওপরে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে টেকিং দ্য টেম্পারেচার, 2021, আর্ট অর্কেস্ট্রেটস: ক্রিয়েটিং ফিউচার লিডার ইন আর্টস, 2019, ক্রিয়েটিভ আর্টস ইন ইন্ডিয়া: থিয়েটার, নৃত্য ও কারুশিল্প সহ অন্যান্য, কিন্তু শিল্পকলায় লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে এর কৌশলগত অগ্রাধিকার স্পষ্ট করা হয়নি।

[98] "Culture for Gender Equality Questions & Answers." UNESCO. Accessed July 20, 2023. https://en.unesco.org/sites/default/files/info_sheet_gender_equality.pdf.

[99] "Art and Culture." Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. Accessed July 20, 2023. https://www.ficci.in/api/sector_details/2.

ল্যাকমে ফ্যাশন উইক (LFW)

ল্যাকমে, RISE Worldwide (আগের আইএমজি রিলায়েন্স) এবং ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (FDCI)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়। লিঙ্গ নিরপেক্ষ পোশাক[100] এবং লিঙ্গভিত্তিক হিংসার বিরুদ্ধে অভিযান[101] চালানোর মতো লিঙ্গ অগ্রাধিকার সম্পর্কে এলএফডব্লিউ'র আখ্যানধর্মী তথ্য রয়েছে। তবে এলএফডব্লিউ-র লিঙ্গ অগ্রাধিকার সম্পর্কে নির্দিষ্ট বিবরণ প্রকাশ্যে উপলব্ধ নয়। এই অনুষ্ঠানটি গ্রামীণ মহিলাদের ডিজাইন এবং শিল্পকর্ম প্রদর্শনের জন্য একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করে, যেখানে ডিজাইনার এবং এনজিওগুলির সহযোগিতা জড়িত থাকে। উদাহরণ: 2018 সালে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পাঁচজন ডিজাইনার উষা সেলাই স্কুলের সঙ্গে সহযোগিতা করে ডিজাইনার এবং গ্রামীণ মহিলা কারিগরদের দৃষ্টিভঙ্গীকে একত্রিত করে একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন।[102]

ফ্যাশন রিভোলিউশন[103]

হলো গবেষণা, শিক্ষা, এবং পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নাগরিক, ব্র্যান্ড এবং নীতি নির্ধারকদের সংগঠিত করা এক ফ্যাশন সক্রিয়তা আন্দোলন।

আন্দোলনের ইস্তাহারে নিচে উল্লেখ করা বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে:

- মর্যাদাপূর্ণ কাজ, যা দাসত্ব করে না, শোষণ করে না, অত্যধিক কাজ করে না, হয়রানি করে না, বৈষম্যমূলক অপব্যবহার করে না
- ন্যায্য এবং সমান বেতন
- কর্মক্ষেত্রে এবং সমাজজুড়ে উন্নত পরিস্থিতির জন্য আলোচনা করতে মানুষকে কণ্ঠ দান করে
- জাতি, লিঙ্গ, বয়স, আকৃতি অথবা সামর্থ্য নির্বিশেষে সংহতি, অন্তর্ভুক্তি এবং গণতন্ত্র।

মহিলারা এই ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তার সঙ্গে এই দিকগুলির শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। ফ্যাশন রিভোলিউশন 45 মিলিয়ন শক্তিসম্পন্ন ভারতীয় বস্ত্র শিল্পে প্রধান মহিলা কর্মশক্তির তাৎপর্যকে স্বীকৃতি দেয়।

[100]"FDCI X Lakmé Fashion Week Brings Gender-Neutral Fashion To Ramp." Outlook, 2022. https://www.outlookindia.com/art-entertainment/lakme-fashion-week-brings-gender-neural-fashion-to-ramp-photos-188468. Accessed 20 July 2023

[101]"Celebrities, the Fashion Industry, and Global Partners Unite to Launch Anti Gender Violence Global Program at Lakmé Fashion Week." The World Bank, 2015. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/03/17/celebrities-fashion-industry-global-partners-unite-anti-gender-violence-global-program-lakme-fashion-week

[102]"Lakmé Fashion Week: Indian Designers Collaborate with Usha Silai." Fashion Network, 2018. https://in.fashionnetwork.com/news/lakme-fashion-week-indian-designers-collaborate-with-usha-silai,943348.html. Accessed 20 July 2023

[103]"MANIFESTO FOR A FASHION REVOLUTION." Fashion Revolution. Accessed July 20, 2023. https://www.fashionrevolution.org/manifesto/. Accessed 20 July 2023

05

সুপারিশ

সুপারিশ 1

লিঙ্গ বিষয়ক প্রমাণের ভিত্তি শক্তিশালী করা

- ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লিঙ্গ সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর গবেষণা, অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রমাণ তৈরি করার জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। এটা লিঙ্গ প্রতিক্রিয়াশীল নীতি এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল/পরিবর্তনশীল কর্মসূচির বিকাশে সহায়ক হবে, এতে লাভ হবে সমতা এবং অন্তর্ভুক্তির। নিচে দেওয়া বিষয়গুলি মূল গবেষণা ক্ষেত্রগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:
    - সাহিত্য এবং প্রকাশন, সংগ্রাহালয়, উৎসব এবং প্রদর্শনীগুলি সহ ভারতের সৃষ্টিশীল অর্থনীতিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব, অবদান এবং নেতৃত্ব
    - ভারতের কলা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমস্যা, বিশেষত মহিলাদের নিয়োগ যোগ্যতার ক্ষেত্রে (এআই, ভিআর, টেক আর্ট এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত)।
- গবেষণা এবং অন্তর্দৃষ্টি বিনিময় করতে মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে এবং লিঙ্গ সমতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সম্মেলন, আলোচনাচক্র, রাউন্ড টেবিল এবং অংশীদারদের পরামর্শের মাধ্যমে শিল্পনেতৃত্ব, অনুশীলনকারী ও গবেষকদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং সুবিধা প্রদান করতে হবে।
- লিঙ্গ সমতার স্পষ্ট ফলাফল এবং সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করে নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমঅ্যান্ডই) ব্যবস্থায় লিঙ্গ সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পটি মহিলা ও লিঙ্গ সংখ্যালঘুদের কীভাবে প্রভাবিত করেছে সেই সম্পর্কে মূল্যায়নে প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সুপারিশ 2

মহিলা শিল্পী এবং সৃষ্টিশীল পেশাদারদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা

- বিশেষত শিল্প ও প্রযুক্তির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিময় কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব ও পরামর্শদান, অনুদান এবং বৃত্তির মাধ্যমে মহিলা শিল্পী ও সৃষ্টিশীল পেশাদারদের জন্য সামর্থ্য বিকাশের ওপর কাজ করা। শিল্প ও সংস্কৃতি সংস্থা, ব্যক্তি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এগুলি বিকশিত করা যেতে পারে।
- মহিলা শিল্পী ও সৃষ্টিশীল পেশাদারদের জন্য ধারণার বিনিময়, প্রকল্পে সহযোগিতা, কেরিয়ারের অগ্রগতির সমর্থনে পেশাদার সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লিঙ্গসংক্রান্ত বিষয়গুলির জন্য দৃশ্যমানতা তৈরি করতে নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে হবে।

সুপারিশ 3

লিঙ্গ সমতার জন্য মাল্টি-স্টেকহোল্ডার সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব স্থাপন

- ভারতে এক ব্যাপক সংস্কৃতি নীতি গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সহায়তার প্রচেষ্টায় লিঙ্গ সমতার ওপর গুরুত্ব আরোপ নিশ্চিত করতে হবে।

- বর্তমানের নীতিগুলিতে লিঙ্গ সমতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রক এবং বিভাগগুলির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। নির্দেশক অংশীদারদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মন্ত্রক, বস্ত্র মন্ত্রক, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রক ইত্যাদি আসতে পারে।

- ভারত সরকারের ফ্ল্যাগশিপ মন্ত্রক ও কর্মসূচির সঙ্গে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল এবং সাংস্কৃতিক উদ্যোগে মহিলাদের উদ্যোগীকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম (NSDC), স্কিল ইন্ডিয়া মিশন। যদিও তা শুধু এগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে রয়েছে জাতীয় উদ্যোগীকরণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (NIESBUD), জাতীয় হস্তচালিত উন্নয়ন কর্মসূচি, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা অভিযান, নীতি আয়োগের মহিলা উদ্যোগীকরণ মঞ্চ (WEP), এবং সংশিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিও।

- লিঙ্গ সমতা পদক্ষেপগুলি পরিচালিত করতে শিল্প ও সংস্কৃতি সংস্থা ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে, যেমন:
    - লিঙ্গ সমতাকে মেনে নিতে বিভিন্ন সৃষ্টিশীল ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগের মধ্যে সচেতনতা প্রচার করতে হবে এবং তাদের সংবেদনশীল করে তুলতে হবে। উদাহরণ: লিঙ্গ-সংবেদনশীল মূল্য শৃংখলা সৃষ্টি করতে ফ্যাশন ও শিল্পকলা সংস্থাগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করা।
    - সুস্থায়ী এবং কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কৌশলের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে লিঙ্গভিত্তিক কলা ও সংস্কৃতি কর্মসূচি স্থাপন করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহিলা শিল্পীদের জন্য অনুদান ও বৃত্তি প্রদান, মহিলাদের শিল্প বৈশিষ্ট্যের উৎসব ও প্রদর্শনী, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি।
    - ব্যবসায় লিঙ্গ সমতার পদ্ধতিগুলিকে প্রসারিত করা মহিলা ক্ষমতায়ন নীতি (ডব্লিউইপি)-র মতো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং মাপকাঠিতে বিচার করতে হবে।
    - লিঙ্গ সমতার দিকে অগ্রগতি পরিমাপ করার পাশাপাশি এই বিষয়ে রিপোর্ট তৈরি করা এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের ব্যবসা ও মূল্য শৃঙ্খলার মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্যকে সক্রিয়ভাবে সমাধান ও নির্মূল করতে অন্তর্দৃষ্টির ব্যবহার করতে হবে।
    - লিঙ্গ সমতাকে প্রসারিত করতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের পদক্ষেপ থেকেও ভালো পদ্ধতি হল সাফল্যের কাহিনিগুলি তুলে ধরে অন্যান্য কোম্পানিগুলিকে একই ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করতে প্রেরণা দেওয়া। এটা কোম্পানিগুলির ব্র্যান্ড ইমেজ ও সুনাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

06
উপসংহার

ব্রিটিশ কাউন্সিলের রিপোর্ট দ্য মিসিং পিলার–রাষ্ট্রসংঘের সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্কৃতির অবদান অনুযায়ী, "সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, সমানাধিকারের প্রচার এবং সাংস্কৃতিক জীবনে সহজ প্রবেশ, ও সাংস্কৃতিক এবং সৃষ্টিশীল উদ্যোগের উত্থান ও শক্তিশালীকরণ"

শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নির্বাচিত উদ্যোগগুলিতে লিঙ্গবৈষম্যের ওপর আলোকপাত করতে ব্রিটিশ কাউন্সিল এই লিঙ্গ বিশ্লেষণ তৈরি করেছে। সাম্প্রতিক প্রচেষ্টাগুলি বোঝা এবং দেশের বিভিন্ন সৃষ্টিশীল পেশায় মহিলাদের সঙ্গে জড়িত জ্ঞানের ব্যবধান চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে এটিকে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ভাবা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের শিল্প কলা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আরও বেশি লিঙ্গ-সংবেদনশীল নীতি ও কর্মসূচির বিকাশ ঘটানো এবং লিঙ্গ সমতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই জটিল বিষয়গুলি বিশদভাবে পরীক্ষা করা হলে সংস্কৃতিকে "সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যের পরিবর্তনশীল চালক" হিসেবে উপলব্ধি করা যেতে পারে, যেমনটি G20-র নতুন দিল্লির নেতাদের ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

07

তথ্যসূত্র

- British Council. "Guide to addressing gender equality (2018). https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/gender_guide_external_july_2019.pdf

- Conor, Bridget. Publication. Gender & Creativity, Progress on the Precipice. UNESCO 2005 Convention Global Report Series, Special Edition 2021. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375706.

- UNESCO. UNESCO, March 8, 2021. https://www.unesco.org/en/articles/new-unesco-publication-investigates-state-gender-equality-cultural-and-creative-sectors#:~:text=The%20report%20also%20highlights%20innovative,artistic%20work%20and%20cultural%20employment.

- Working paper. G20 Culture Working Group Background Paper: Promotion of Cultural and Creative Industries and Creative Economy. UNESCO, 2023. https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2023/04/India%20CWG%20Background%20Paper%20Priority%203.pdf.

- Kukreja, Prateek, Havishaye Puri, and Dil Bahadur Rahut. Working paper. Creative India: Tapping the Full Potential. Asian Development Bank Institute, December 2022. https://doi.org/10.56506/KCBI3886.

- "India - Knitting the Future." Invest India, n.d. https://www.investindia.gov.in/sector/textiles-apparel.

- Sudalaimuthu S, and Devi S. "Handloom Industry in India." Fibre2Fashion, July 2007. https://www.fibre2fashion.com/industry-article/2269/handloom-industry-in-india#:~:text=One%20of%20the%20earliest%20to,largest%20employment%20generator%20after%20agriculture.&text=ROLE%20OF%20HANDLOOM%20SECTOR%3A,role%20in%20the%20country's%20economy

- Rahman, Hiba. "Patriarchy And Weaving: The Curious Case Of Uttar Pradesh's Women Weavers." Feminism in India, January 9, 2023. https://feminisminindia.com/2023/01/09/patriarchy-and-weaving-the-curious-case-of-uttar-pradeshs-women-weavers/.

- "Factsheet: India's Clothing Industry." Femnet, n.d. https://femnet.de/en/materials-information/country-profiles/india.html

- WORKING CONDITIONS OF MIGRANT GARMENT WORKERS IN INDIA A Literature Review. ILO, 2017. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_554809.pdf.

- Sharma, Gunjan. 'A Critical Note on Women's Work in Indian Garment Manufacturing'. Public Policy India. 10 Feb, 2023. https://publicpolicyindia.com/2023/02/10/a-critical-note-on-womens-work-in-indian-garment-manufacturing/

- Dhar, Shobita. "India's First Women Apparel Pattern-Makers." Times of India. Accessed December 29, 2023. https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/indias-first-women-apparel-pattern-makers/articleshow/68540896.cms.

- Silliman Bhattacharjee, Shikha, and Alysha Khambay. Rep. Unbearable Harassment The Fashion Industry And Widespread Abuse Of Female Garment Workers In Indian Factories . Business and Human Rights Resource Centre, 2022. https://media.business-humanrights.org/media/documents/2022_GBVH_Briefing_latvnJb.pdf

- Jaswal, Mansi. "What Women Entrepreneurs Need to Shine in the MSME Sector? Experts Explain." Mint. 10 January 2023. https://www.livemint.com/news/india/heres-what-women-entrepreneurs-need-to-shine-in-the-msme-sector-11673324338271.html.

- Krishnamoorthy, Priya; Srinivasan, Nima; Subramanyam, Aparna; Chiu, Bonnie; Salian Rashmi; Sachan Shailja; Krishna Amrutha; and Bouet Louse. Business of Handmade. "Financing a Handmade Revolution: How Catalytic Capital Can Jumpstart India's Cultural Economy." 200 Million Artisans, 2023. https://www.businessofhandmade2.com/

- Value Proposition of the Indian Publishing Trends, Challenges, and Future of the Industry. Association of Publishers of India and EY-Parthenon, May 2021.

- Women are now publishing more books than men - and it's good for business, March 8, 2023. https://www.weforum.org/agenda/2023/03/women-are-now-publishing-more-books-than-men-and-its-good-for-business/.

- Singh, Ravindra Kumar. "Indian Women Writers and Its Feminism in English", Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education. Volume: 16 / Issue: 5, April 2019.

- Chakrabarti, Paromita. "Press(Ing) Business: Decoding Feminist Publishing In India." Feminism in India, July 27, 2020. https://feminisminindia.com/2020/07/27/feminist-publishing-in-india-business/#:~:text=of%20utmost%20importance.-,Publishing%20houses%20such%20as%20Kali%20for%20Women%2C%20Zubaan%2C%20Women%20Unlimited,made%20way%20for%20feminist%20publishing.

- Ritu Menon, "Feminist Writing and Women in Publishing", Samyukta, Jan 2015

- Weinberg, Dana B. and Kapelner, Adam. "Comparing gender discrimination and inequality in indie and traditional publishing". Abstract. Plos One. 9 April, 2018, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195298

- Raina, Vivek. "How the Indian Music Market Is Balancing the Scales between Original Soundtrack and Independent Music." Financial Express, September 18, 2022. https://www.financialexpress.com/business/brandwagon-how-the-indian-music-market-is-balancing-the-scales-between-original-soundtrack-and-independent-music-2672375/.

- Publication. Tuning into Consumer March 2022 Indian M&E Rebounds with a Customer-Centric Approach. EY FICCI, March 2022. https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_in/topics/media-and-entertainment/2022/ey-ficci-m-and-e-report-tuning-into-consumer_v3.pdf.

- Agarwal, Aarushi. "Women in Music: New Initiative Addresses Gender Disparity in India, as on-Demand Streaming Goes Big." Firstpost, September 13, 2019. https://www.firstpost.com/entertainment/women-in-music-new-initiative-addresses-gender-disparity-in-india-as-on-demand-streaming-goes-big-7254431.html.

- Gurbuxani, Amit. "Record labels, management companies must step up to address gender disparity in Indian indie music scene", Firstpost, March 28, 2019. https://www.firstpost.com/entertainment/record-labels-management-companies-must-step-up-to-address-gender-disparity-in-indian-indie-music-scene-6327331.html

- Sacheti, Priyanka. "Gendering of Museum Spaces." Web log. Rereeti Revitalising Museums (blog), March 2, 2017. https://rereeti.org/blog/2741-2/#:~:text=She%20observed%20that%20women%20tended,prolonged%20engagement%20with%20street%20art.

- Halperin, Julia. "The 4 Glass Ceilings: How Women Artists Get Stiffed at Every Stage of Their Careers." artnet, December 15, 2017. https://news.artnet.com/market/art-market-study-1179317.

- "Feminism in Indian Art." MAP Academy, June 13, 2023. https://mapacademy.io/article/feminism-in-indian-art/.

- Treviño, Veronica, Zannie Giraud Voss, Christine Anagnos, and Alison D. Wade. Rep. The Ongoing Gender Gap in Art Museum Directorships. Association of Art Museum Directors. n.d. https://aamd.org/sites/default/files/document/AAMD%20NCAR%20Gender%20Gap%202017.pdf.

- Lamade, Sarah. "Issues faced by Museum Professionals: A comparison between India & U.S." Sarah Lamade, Web log. Rereeti Revitalising Museums (blog), July 2, 2018.https://rereeti.org/blog/comparing-issues-for-museum-professionals-india-vs-u-s/#:~:text=Of%20three%20of%20the%20most,the%20direction%20of%20male%20leadership

- Sacheti, Priyanka. "Is the future female? Gender equality and equity in museum leadership", ,web log, Rereeti Revitalising Museums (blog), March 16, 2017, https://rereeti.org/blog/is-the-future-female/

- "68% of the World Population Projected to Live in Urban Areas by 2050, Says UN." Department of Economic and Social Affairs, May 18, 2018. https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html#:~:text=Projections%20show%20that%20urbanization%2C%20the,and%20Africa%2C%20according%20to%20a.

- "Celebrating Women Protecting Cultural Heritage." World Monuments Fund. n.d. https://www.wmf.org/slideshow/celebrating-women-protecting-cultural-heritage.

- Bhandari, Bibek. "In India, Women-Led Heritage Walks Spotlight Old Delhi's Centuries-Old Colourful 'Twisted' History." South China Morning Post. December 10, 2023. https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3244409/india-women-led-heritage-walks-spotlight-old-delhis-centuries-old-colourful-twisted-history

- Balasubramanian, Roshne. "Reclaiming the Night: Chennai's Unique Night Walk Spotlights Women's Historical Contributions and Promotes Safety Dialogues." South First, October 5, 2023. https://thesouthfirst.com/featured/reclaiming-the-night-chennais-unique-night-walk-spotlights-womens-historical-contributions-and-promotes-safety-dialogues/.

- Kesarkar Gavankar, Anusha. "Building Gender-Responsive Cities." Observer Research Foundation, November 7, 2022. https://www.orfonline.org/expert-speak/building-gender-responsive-cities#:~:text=Cities%20become%20discriminatory%20through%20their,and%20involves%20socio%2Dlegal%20implications.

- Nikore, Mitali and Uppadhayay, Ishita. "India's gendered digital divide: How the absence of digital access is leaving women behind".

- Observer Research Foundation. August 22, 2021. https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-gendered-digital-divide/

- Rasheed, Nadia. "How Digital Literacy Can Bring in More Women to The Workforce." Web log. UNDP India (blog), April 27, 2021. https://www.undp.org/india/blog/how-digital-literacy-can-bring-more-women-workforce#:~:text=In%20India%2C%20only%2033%25%20of,figure%20drops%20to%20around%2025%25.
- Posetti, Julie, Nermine Aboulez, Kalina Bontcheva, Jackie Harrison, and Silvio Waisbord. Publication. Online Violence Against Women Journalists: A Global Snapshot of Incidence and Impacts. UNESCO, 2020. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375136.
- "Bumble India Safety Guide: How to Identify and Report Online Harassment." Bumble, 2022. https://bumble.com/en-in/the-buzz/safety-center-bumble-india.
- Misha. "Harassment Of Women In Digital Space; A Challenging Issue For Law Enforcement." Legal Service India . n.d. https://www.legalserviceindia.com/legal/article-10742-harassment-of-women-in-digital-space-a-challenging-issue-for-law-enforcement.html.
- Wang, Vivian, and Dali Wang. Rep. The Impact of the Increasing Popularity of Digital Art on the Current Job Market for Artists. Art and Design Review, 2021. https://www.scirp.org/pdf/adr_2021072114171398.pdf.
- Krishnan, Aditya. "Indian Women in STEM: Are They Underrepresented?" Economic Times. April 28, 2023. https://etinsights.et-edge.com/indian-women-in-stem-are-they-underrepresented/.
- Stathoulopoulos, Kostas, and Juan Mateos-Garcia. Publication. Gender Diversity in AI Research. Nesta, July 2019. https://media.nesta.org.uk/documents/Gender_Diversity_in_AI_Research.pdf.,
- "Gender and AI: Addressing Bias in Artificial Intelligence." International Women's Day. https://www.internationalwomensday.com/Missions/14458/Gender-and-AI-Addressing-bias-in-artificial-intelligence.
- Krishnan, Parvathy, Rama Devi Lanka, and Swetha Kolluri. "Is AI Industry Gender-Blind?" Businessline, February 10, 2023. https://www.thehindubusinessline.com/opinion/is-ai-industry-gender-blind/article66494829.ece.
- Sahni, Kivleen. "Bring it on – Digital Art Storms the Internet in India". The Citizen. https://www.thecitizen.in/index.php/en/NewsDetail/index/16/19180/Bring-It-On----Digital-Art-Storms-the-Internet-in-India.
- Roychoudhury, Supriya. "The Art of Resistance: When Imagination Meets Technology at Protests from India to Chile." Scroll.In. https://scroll.in/article/954091/the-art-of-resistance-when-imagination-meets-technology-at-protests-from-india-to-chile.
- Basu, Ritupriya. "How Designers in India Turned Digital Tools into Virtual Grounds of Activism." Ritupriya Basu, July 15, 2020. https://www.ritupriyabasu.com/features/2022/2/28/how-designers-in-india-turned-digital-tools-into-virtual-grounds-of-activism.
- Quinn, Bernadette. "Arts Festivals and the City", Urban Studies, Vol. 42, No. 5/6 , Review Issue: Culture-Led Urban Regeneration, 2005, pp. 927-943, https://www.jstor.org/stable/pdf/43197305.pdf?refreqid=excelsior%3A5bb5a615d70202324f418de76983a3c5&ab_segments=&origin=&initiator=&acceptTC=1
- Publication. Reshaping Policies for Creativity, Addressing Culture As a Global Public Good . UNESCO, 2022. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380491
- Jeon, Myunghee Mindy. "Impacts of Festivals and Events." In Routledge eBooks, 32–50, 2020. https://doi.org/10.4324/9780429274398-4
- Ghosh, Niharika. "Be Proud, Be You: 5 Festivals Celebrating Gender Diversity ." Festivals from India, April 6, 2023. https://www.festivalsfromindia.com/5-inclusive-festivals-celebrating-gender-diversity/.
- Muñoz-Alonso, Lorena. "Artist Anita Dube Appointed Curator of 2018 Kochi-Muziris Biennale." Artnet, April 4, 2017. https://news.artnet.com/art-world/anita-dube-curator-2018-kochi-muziris-biennale-913853#:~:text=The%20Indian%20artist%20Anita%20Dube,on%20March%2029%20in%20Kochi.
- Hampel, Annika. "India's Non-Policy Towards The Diversity Of Arts And Culture." Arts Management Network - State of the Arts. Accessed September 20, 2023. https://www.artsmanagement.net/Articles/Cultural-Policy-in-India-India-s-Non-Policy-towards-the-Diversity-of-Arts-and-Culture,4223.
- "National Textile Policy 2000." Ministry of Textiles, 2000. https://texmin.nic.in/sites/default/files/policy_2000.pdf.
- "New Textile Policy ." Press Information Bureau , February 12, 2021. https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1697401#:~:text=In%20the%20budget%202021%2D22,one%20place%20with%20plug%20%26%20play.

- "Comprehensive Handicrafts I' Cluster Development Scheme (Chcds) Guidelines." Development Commissioner (Handicrafts). Accessed July 14, 2023. https://www.handicrafts.nic.in/pdf/Scheme.pdf#page=8.
- "National Education Policy 2020." Ministry of Education , 2020. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf.
- "Textiles Ministry for Inclusion of Handloom Weavers under NREGA ." The Economic Times, 2014. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/textiles-ministry-for-inclusion-of-handloom-weavers-under-nrega/articleshow/28848389.cms?from=mdr.
- National Rural Livelihood Mission (NRLM) Manual for District 2017 National Rural Livelihood Mission Manual for District - Level Functionaries § (2017). https://darpg.gov.in/sites/default/files/National%20Rural%20Livilihood%20Mission.pdf.
- Mubayi, Yaaminey. Rep. Policy Gaps Study on the Crafts Sector in India. All India Crafts & Craftworkers Welfare Association . Accessed July 19, 2023. https://www.aiacaonline.org/wp-content/uploads/2018/06/Final-Policy-Gaps-Study.pdf.
- National Skills Development Mission A Framework for Implementation §. Accessed July 20, 2023. https://www.msde.gov.in/sites/default/files/2019-09/National%20Skill%20Development%20Mission.pdf.
- "Rajasthan's First Handicraft Policy." GK Today, November 8, 2022. https://www.gktoday.in/rajasthans-first-handicraft-policy/.
- "25,46,285 Women Working in Handloom Sector of Textiles Industry." Press Information Bureau. Ministry of Textiles, March 16, 2022. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1806546.
- "Gender Equality Plan 2022 to 2026." UK Research and Innovation, July 11, 2022. https://www.ukri.org/publications/ukri-gender-equality-plan/gender-equality-plan-2022-to-2026/#section-work-life-balance-and-organisational-culture:-objectives.
- "AHRC equality, diversity and inclusion action plan: research and innovation by everyone, for everyone". UK Research and Innovation. March 14, 2023. https://www.ukri.org/publications/ahrc-equality-diversity-and-inclusion-action-plan/ahrc-equality-diversity-and-inclusion-action-plan-research-and-innovation-by-everyone-for-everyone/#section-ahrc-updated-edi-action-plan
- "Reports and Publications." Comic Relief. https://www.comicrelief.com/funding/reports-and-publications/.
- "DCMS Leads the Way in Gender Equality." Diversity UK, July 2, 2014. https://diversityuk.org/dcms-leads-way-gender-equality/.
- "Equality and Diversity Information ." Equality and Diversity Information. https://www.napier.ac.uk/about-us/university-governance/equality-and-diversity-information.
- "Equality Objectives and Reports." University of the Arts London. https://www.arts.ac.uk/about-ual/public-information/equality-objectives-and-reports.
- "Culture for Gender Equality Questions & Answers ." UNESCO. https://en.unesco.org/sites/default/files/info_sheet_gender_equality.pdf.
- "Art and Culture." Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. https://www.ficci.in/api/sector_details/2.
- "FDCI X Lakmé Fashion Week Brings Gender-Neutral Fashion To Ramp." Outlook, 2022. https://www.outlookindia.com/art-entertainment/lakme-fashion-week-brings-gender-neural-fashion-to-ramp-photos-188468.
- "Celebrities, the Fashion Industry, and Global Partners Unite to Launch Anti Gender Violence Global Program at Lakmé Fashion Week." The World Bank, 2015. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/03/17/celebrities-fashion-industry-global-partners-unite-anti-gender-violence-global-program-lakme-fashion-week.
- "Lakmé Fashion Week: Indian Designers Collaborate with Usha Silai." Fashion Network, 2018. https://in.fashionnetwork.com/news/lakme-fashion-week-indian-designers-collaborate-with-usha-silai,943348.html.
- "Manifesto For A Fashion Revolution." Fashion Revolution. https://www.fashionrevolution.org/manifesto/.

BRITISH
COUNCIL